ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 August, 2024 ■ আগরতলা ৯ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৪ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া পঞ্চায়েত ভোট শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট ।। কয়েকটি ছোট খাটো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচন কমিশনের দাবি। বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৯ শতাংশ। জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অসিত দাস। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর ভোটকর্মীরা যার যার ব্লকে ফিরে গেছেন।

এদিকে, কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে এমনটাই দাবি করেছেন পশ্চিম জেলার জেলাশাক তথা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পশ্চিম জেলা আসনের জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডা: বিশাল কুমার।

এদিন তিনি বলেন, ডুকলি ব্লকের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। জনগণ উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন তিনি বলেন, পশ্চিম জেলার কোন অপ্রতিকর ঘটনা ঘটে নি। শান্তিপূর্ন পরিবেশে ভোট গ্রহন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো অভিযোগ এসেছে। পুলিশের সহযোগিতা তা সমাধান করা হবে।

পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ফটিকরায় বিধানসভার একটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনী এবং একাংশ শাসক দলীয় কার্যকর্তার মধ্যে ঘটলো সংঘর্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামাতে হলো অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক এলাকার পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে বৃহস্পতিবার শেষ পর্যায়ে উত্তেজনা ছড়ালো ফটিকরায় বিধানসভাধীন গকুলনগর স্কুলের ভোটকেন্দ্রে। ভোটের নির্ধারিত সময়ের পর ভোটকেন্দ্রে থাকা কয়েকজন ভোটারদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর বাঁধাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় গকুলনগর স্কুলের ভোট কেন্দ্রে।

স্থানীয় শাসক দলীয় কর্মকর্তাদের অভিযোগ ভোটকেন্দ্রের ভেতর থাকা কয়েকজন ভোটারদের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় প্রথমে বাঁধা দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। পরে জনাকয়েক দলীয় কার্যকর্তারা প্রথমে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অনুরোধ করায় তাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর এক কর্মী শারিরিকভাবে নিগৃহীত করে বলে অভিযোগ।

তখনই কার্যকর্তারা এর প্রতিবাদ জানালে তাদের দিকে জনৈক টিএসআর জাওয়ান বন্দুকের নল উচিয়ে তেড়ে আসে এবং তাদর সাথে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ভোট কেন্দ্রের ভেতর পাল্টা হুঙ্কার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট হয়েছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। দাবি করলেন প্রদেশ বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার গোটা রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তারপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজে গোটা রাজ্যে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় তিনি সকল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন প্রহসনাত্মক ও গণতন্ত্র পদদলিত ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি আজ, দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, গোটা রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইতিমধ্যেই ৭১ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। বাকি ২৯ শতাংশ আসনে আজ ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই ২৯ শতাংশ আসনেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদান পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি। হামলা হুজ্জতির মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে শাসকদল বিজেপি। তিনি আরো বলেন, ঊনকোটি জেলা এবং উত্তর জেলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছে বিজেপি ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। শাসকদলের হামলা হুজ্জতি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তাঁর কথায়, এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের যেকটি জায়গায় ভোট হয়েছে সেখানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন বিরোধী দলের ভোটার এবং কর্মীরা। এমনকি বিজেপির টিকিট না পেয়ে যার নির্দল হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করছিলেন তাদেরকেও আক্রমণ করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং আরক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির এক যুগের অবসান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১ মার্চ ১৯৪৪ - ৮ আগস্ট ২০২৪) ছিলেন একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য। তিনি ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৭তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৫ দশকেরও বেশি রাজনৈতিক কর্মজীবনে তিনি তার শাসনামলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর সিনিয়র নেতাদের একজন হয়ে ওঠেছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যবসা সংক্রান্ত তার অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত নীতির জন্য পরিচিত ছিলেন, কারণ ঞ্জ্জ্জ(ঞ্জ) এর আর্থিক নীতিগুলি মূলত পুঁজিবাদ বিরোধী ছিল। কিন্তু তা করার চেষ্টা করে ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার মেয়াদে শক্তিশালী জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগের মুখোমুখি হন। এর ফলে তিনি ২০১১ সালের নির্বাচনে হেরে যান। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের পতন ঘটে, যা বিশ্বের দীর্ঘতম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালের ১ মার্চ উত্তর কলকাতায় এক বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, পুরোহিত এবং একজন প্রখ্যাত লেখক। তিনি পুরোহিত দর্পণ নামে একটি পুরোহিত ম্যানুয়াল রচনা করেছিলেন, যা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু পুরোহিতদের কাছে জনপ্রিয়। বুদ্ধদেবের পিতা নেপালচন্দ্র পৌরোহিত্য না করে পারিবারিক প্রকাশনা সারস্বত লাইব্রেরির সাথে জড়িত ছিলেন, যা হিন্দু ধর্মীয় সামগ্রী বিক্রির জন্য নিবেদিত ছিল।ঞ্ঞ৪৪ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর পিতার মামাতো ভাই। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ভট্টাচার্যের বাংলাদেশে তার পৈতৃক বাড়ি ছিল। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা (সম্মান) বিষয়ে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি মীরা ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেছেন। সুচেতনা ভট্টাচার্য নামে তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। পরিবারটি কলকাতার বালিগঞ্জে বসবাস করে। তিনি কয়েক দশক ধরে দুই কক্ষের বাসায় ছিলেন এবং একই বাসভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। ভট্টাচার্য তার মিতব্যয়ী জীবনধারার জন্য বিখ্যাত। তিনি যদিও পুরোহিতদের পরিবারের অন্তর্গত, তবুও কমিউনিজমের নীতি অনুসারে একজন স্বীকৃত নাস্তিক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুদ্ধদেবের প্রয়াণে শোক রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট ।। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা শোক প্রকাশ করে লেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে তিনি গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন।

শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন ছাড়াও পরবর্তী সময়ে তিনি সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ একজন অভিজ্ঞ, সজ্জন, বিশিষ্ট লেখক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসককে হারাল।' উল্লেখ্য, আজ সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতার নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জীবনাবসানে 'আমি শোকাহত ও মর্মাহত'। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি।

ত্রিপুরার পরিবহণ সুশান্ত চৌধুরীও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে গভীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশনে চিনি নাই চাল নিম্নমানের অভিযোগ ভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ৮ আগস্ট।। রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে গত ২-৩ মাস ধরে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। লংতরাইভ্যালি মহকুমায় তিনমাস ধরে রেশন দোকান থেকে চিনি পাচ্ছেন না কার্ড হোল্ডাররা। তিন মাস ধরে চিনি না মিললেও খাদ্য দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। এতে রেশন কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, যে চিনি দেবার জন্য নাকি টেন্ডার ডাকা হবে, এরপর রেশনে চিনি পরিষেবা শুরু হবে। অপরদিকে রেশনে খাদ্য গুদাম থেকে মাসের পর মাস পোকা ধরা চাল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পোকাধরা চালের পাশাপাশি গুদাম পচা চাল ও খাদ্য গুদাম থেকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা খাবার অযোগ্য। মানুষ নিরুপায় হয়ে পোকা ধরা চাল খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

ফুডকন্টালার বা ফুড ইন্সপেক্টর বাজারে ভুষিমালের দোকানে খাদ্য সামগ্রী তদন্ত করতে এলে কারো যদি সামান্য কোন খারাপ সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহলে তাদের মোটা অংকের ফাইন ধরিয়ে দেন,আর খাদ্য দপ্তর থেকে মাসের পর মাস পোকাধরা, এবং খাবার অযোগ্য চাল সরকারী গোডাউন থেকে প্রদান করা হচ্ছে। মূলত সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে একাংশ কর্মীরাই এর সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। তাই অতিসত্তর বিষয়গুলি বিবেচনা করার দাবি উঠেছে।

শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন ড. ইউনুস

মনির হোসেন

ঢাকা, ৮ আগস্ট।। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় মোহাম্মদ ইউনুসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় আশা প্রকাশ করেন মোহাম্মদ ইউনুস বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও হিন্দু সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সবস্থান ফিরে পাবেন তিনি আশাবাদী। ভারত বিশ্বাস করে শান্তি সম্প্রীতি মধ্য দিয়ে দু''দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

এদিকে, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২১ মিনিটে শপথ নেন তিনি। শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড় মুহাম্মদ ইউনূসের নাম প্রস্তাব করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরেছেন তিনি। এর আগে ড় ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রেখে মোট ১৭ সদস্যের উপদেষ্টাদের নামের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে আটকে পড়া ভারতীয় শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বাংলাদেশে আটকে পড়া ভারতীয় শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনল বিএসএফ। আখাউড়া থেকে কিশোরগঞ্জ (৫৩ কিমি) পর্যন্ত ৪ লেনের রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিত আফকন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডে কর্মরত ১৭ জন শ্রমিক ভারতে ফিরেছেন। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গতকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ অগাস্ট।। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। উনাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করার জন্য আজ এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিকাশ দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা এবং সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। এদিনের বৈঠকে নাগরিক সংবর্ধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বৈঠকের স্থির হয় আগামী ১০ আগস্ট জিষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হবে মান্দাইয়ের খারাং কমিউনিটি হলে। উল্লেখ্য গত ৩১ জুলাই তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল হিসেবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৈত্রী সেতু, আখাউড়া রেল, বিমান পরিষেবা কাঙ্খিত প্রকল্প ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বাংলাদেশে অর্নবতী সরকার গঠিত হবে। তাই সাব্রুমের মৈত্রী সেতু, আগরতলা- আখাউড়া রেল সংযোগ এবং আগরতলা-চিটাগাং রুটে বিমান পরিষেবা কাঙ্খিত প্রকল্প। আপাতত দৃষ্টি ওই সমস্ত প্রকল্প থমকে গিয়েছে। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আজ বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। ওই ঘটনা সভ্য সমাজকে কলিমালিপ্ত করেছে। ভারত সরকার তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। তাঁর কথায়, ভারতের সাথে বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। কাঁটা তারের বেড়া কখনো ভারত এবং বাংলাদেশকে আলাদা করতে পারি না। বৈদেশিক কিছু শক্তি একত্র হয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক নষ্ট করার চক্রান্ত করেছে। কিন্তু আগামীদিনে সময় অনেক কথা বলবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের সাথে করা হয়েছে কোনো গনতান্ত্রিক সরকার তার সমর্থন করে না। তেমনি ভারত সরকারও ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সারা বিশ্বের কাছে বাংলার সর্মকে এক নেতিবাচক বার্তা দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৭০ □ সংখ্যা ২৫২ □ ৯ আগস্ট ২০২৪ ইং□ ২৪ শ্রাবণ □ শুক্রবার □১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিদ্বেষ ছড়াইতেছে জামায়াতে

বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ও উকন্টা বাড়িতেছে। দিন যত গড়াইতেছে ততই অবিশ্বাসের বাতাবরণ বাড়িতেছে। এই প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে সমস্যা আরো জটিলাকার ধারণ করিতে পারে। জামায়াতের নেতারা এবং তাহাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির, ভারত-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াইতেছে বলিয়াই মনে করিতেছে নয়াদিল্লি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ভারত-বিরোধিতাকেও সফল ভাবে যুক্ত করিয়াছে তাহারা।পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মদতপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামী অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কপালে গভীর ভাঁজ সাউথ ব্লকের।এই ঘটনা এক দিকে যেমন বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার জন্য বিপজ্জনক, অন্য দিকে ভারতের জন্য খুবই প্রতিকূল। গত পঞ্চাশ বছরে চরমপন্থাকে উস্কানি দেওয়া এবং প্রত্যক্ষ ভাবে জামায়াতের তাহাতে অংশগ্রহণ সেই ইঙ্গিত বহন করিতেছে বলিয়াই মনে করিতেছে বিদেশ মন্ত্রক এবং দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। পাশাপাশি সে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনও এর ফলে বাড়িতে পারে বলি আ আশঙ্কা করা হইতেছে। ঢাকায় ঐতিহ্যশালী ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র পুড়াইয়া দেওয়ার পিছনেও জামায়াতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রহিয়াছে বললিয়াই মনে করা

হইতেছে।হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জামায়াতেকে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। লস্কর-ই-তইবা-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগের প্রমাণ রহিয়াছে ভারতের কাছেও। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াতে শাসনের সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিরা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করিত, এই অভিযোগ বারবার উঠিয়াছে। পরে হাসিনা ক্ষমতায় আসিবার পর সেই জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়।গত দু'দিনে জেল থেকে বেশ কিছু জামায়াতে নেতাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু মানুষের উপর অত্যাচার ও মন্দির-গুরুদ্বারে হামলার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে আজ চিঠি দিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিংহ। নানক শাহি এবং সঙ্গত টোলার দু'টি ঐতিহাসিক গুরুদ্বার রক্ষা করিবারর বিষয়টি নিশ্চিত করিবার জন্য জয়শঙ্করকে বাংলাদেশের সেনা বা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কথা বলিবার আর্জি জানাইয়ায়েছেন তিনি। অন্য দিকে, বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে এই পীড়ন থামানো উচিত।

মান্ডির কাছে ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে

মান্ডি, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির কারণে দুর্যোগ চলছেই হিমাচল প্রদেশে। হিমাচল প্রদেশের মান্ডির কাছে ভয়াবহ ভূমিধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে। ব্যস্ততম এই হাইওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন বিপুল সংখ্যক যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। মান্ডি জেলায় প্রায় ৯ মাইল দূরে মান্ডি ও পান্ডোহের মধ্যে চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।মান্ডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সাগর চন্দরের মতে, যান চলাচল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার কাজ করছে। খুব শীঘ্রই যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশে ১০ ও ১১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বেনাপোলে বাংলাদেশ গেটে ঢেকে দেওয়া হল মুজিবরের ছবি, শুরু আমদানি-রফতানি

পেট্রাপোল, ৮ আগস্ট (হি.স.): পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তে ঢেকে দেওয়া হল বাংলাদেশ গেটে থাকা শেখ মুজিবর রহমানের ছবি। তবে কারা এই কাজ করেছে, তা জানা যায়নি। এতদিন অশান্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রান্তে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙতে দেখা গেলেও, অক্ষত অবস্থায় ছিল ভারত-বাংলাদেশ বেনাপোল সীমান্তের গেটে থাকা শেখ মুজিবর রহমানের ছবি। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্তের গেটে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায় সাদা রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।এদিকে, অশান্তির আঁচে এখনও জ্বলছে বাংলাদেশ। নানা স্থানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে আমদানি-রফতানির জন্য খুলে গেল পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত টানা ৩ দিন বন্ধ থাকার পর, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হল আমদানি-রফতানি।

সাহিত্যিক ভীষ্ম সাহানিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৮ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভীষ্ম সাহানির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। তিনি এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আমি পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ভীষ্ম সাহানিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। আমি পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ভীষ্ম সাহানিজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। অনন্য সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে আপনি দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, সামাজিক বন্ধন এবং মানবিক সংবেদনশীলতাকে একত্রিত করেছেন। আপনার সাহিত্য দেশের অমূল্য সম্পদ।

বুধবার তিলোত্তমায় এসে পৌঁছালেন মোহনবাগানের দিমি

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বুধবার গভীর রাতে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছালেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সমর্থকদের নয়নের মনি দিমিত্রি পেত্রাতস। আগেই একে একে শহরে এসে অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন মোহনবাগানের সিনিয়র ফুটবলাররা, সেই সঙ্গে বিদেশি ফুটবলাররাও শুরু করেছেন অনুশীলন। কিন্তু দিমি পেত্রাতসর আসেননি সেসময়ে। এতদিন সবুজ মেরুন সমর্থকদের প্রশ্ন ছিল দিমি কবে অনুশীলনে যোগ দেবেন। এদিন প্রিয় ফুটবলারকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বিমানবন্দরের বাইরে উপস্থিত ছিল বহু মোহনবাগান সমর্থক। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীদের। তাঁকে নিয়ে সমর্থকদের উৎসাহটা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি সবুজ মেরুনের সাফল্যের অন্যতম কান্ডারি।

তিন রাষ্ট্রপর্বে রবীন্দ্রনাথ

ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গে, বিশেষত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখার নন্দিত ও সমালোচিত দুই ধারা ছিল। সমালোচনাই ছিল প্রধান। পাকিস্তানি শাসনামলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন বাঙালির আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা। স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রবিবেচনা বইল বিচিত্র স্রোতে। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এ লেখায় থাকল তিন কালপর্বে রবীন্দ্র-অবলোকনের রূপরেখা ***সুমন সাজ্জাদ***

'বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাঁইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে।' সেকালের পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল এ কথা। কালীপ্রসন্ন ঘোষের বান্ধব (বাংলা ১২৮৮) পত্রিকায় প্রকাশিত কথাগুলো ভবিষ্যতের ইতিহাসে সত্য বলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সমগ্র বঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; যদিও একই সঙ্গে চলেছিল প্রত্যাখ্যান আর সমালোচনাও। তাঁর সাহিত্য—প্রতিভাকে তুচ্ছ না করে আত্মপরিচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের ধরন ছিল নন্দনতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিচিত্র।

প্রশ্ন হলো, পূর্ববঙ্গে আজ যা বাংলাদেশরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গ্রহণের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এই প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব নেই। কেননা সাহিত্যের ব্যক্তিক পাঠ যতটা শনাক্তযোগ্য, সামষ্টিক পাঠ তত সহজে শনাক্তযোগ্য নয়। আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্র-মুগ্ধতার অন্য পিঠে বিরোধও ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভোক্তা ও ভক্ত হয়েও অনেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্র-সমালোচনার এই বহুস্বরিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রপাঠের ইতিহাসকে একটি রূপরেখার ভেতর দিয়ে হাজির করা সম্ভব। পূর্ববঙ্গ ও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পাঠ, পরিগ্রহণ ও সমালোচনার তিনটি পর্বকে আমরা সহজেই শনাক্ত করতে পারিব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে রবীন্দ্রনাথ।

ব্রিটিশ কালপর্ব

ব্রিটিশ-পর্বে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে গভীরভাবে সংলগ্ন। গান, কবিতা ও গল্পের পটভূমি তৈরি করে দিচ্ছে পূর্ববঙ্গ। এ অঞ্চলের জল ও জমি, আলো ও ছায়ার খেলা রাঙিয়ে তুলেছে 'কলকাত্তাই' কবির মন।

প্রকৃতি নাহয় বরণ করল, কীভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা? দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্তের একটি দল ছিল পূর্ববঙ্গে; গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো কবি, লেখক ও গদ্যকারকে দেখতে পাওয়া যাবে এ অবস্থানে। একসময় কবি গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি মাত্রাতিরিক্ত রবীন্দ্রভক্ত; পাকিস্তান-পর্বে অবশ্য তাঁর রবীন্দ্রভক্তি পরিণত হয়েছিল রবীন্দ্রবিরোধিতায়। অন্যদিকে জসীমউদ্দীন পারিবারিক ও ব্যক্তিক পর্যায়ে বহুবার 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়' গমনাগমন করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁকেও আমরা রবীন্দ্র-সমালোচক হয়ে উঠতে দেখি। রবীন্দ্র-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে অগ্রসর হয়েছেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। সৈয়দ মুজতবা আলীর রবীন্দ্রভক্তি সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ও মুগ্ধতার উৎস ছিল ঠাকুরের সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই পূর্ববঙ্গেই গড়ে উঠেছিল রবিঠাকুরের অন্য পাঠ; সে পাঠ নিবিড়ভাবে সাহিত্যিক নয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকহাল আমলের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি' ঘিরে গড়ে ওঠা পাঠ।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, তাঁর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের স্বার্থবিরোধী বলে, যার জের টেনে এখনো কেউ কেউ বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন।

মোটা দাগে ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের চোখেএক. রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় প্রতিভাবান কবি ও লেখক হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ও মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধী; দুই. অখণ্ড বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিস্তারে তিনি অসফল; তিন. রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা মূলত এক। এই সব কিছুর যোগ-বিয়োগ শেষে ব্রিটিশ---ভারতের শেষ যুগে পাকিস্তানবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

পাকিস্তান কালপর্ব

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকেই এবার আঁকড়ে ধরল পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল। এ বঙ্গের বাঙালির ভেতর তৈরি হলো সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নতুন এক জাতীয় চেতনা, গুণগত দিক থেকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের চেয়ে যা ভিন্ন। এই জাতীয়তাবাদ অখণ্ড বাংলার স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত করল না, বরং পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলল নতুন রাষ্ট্রবাসনা। এই জাতীয়তাবাদই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এবার আরাধ্য হয়ে উঠলেন বঙ্গভঙ্গের সময়কার রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বেশি। জীবিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাঙালির প্রাণে প্রগাঢ় দোলা দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি প্রয়াত। যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদে আস্থা রাখেননি, সেই রবীন্দ্রনাথই ব্যবহৃত হলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে। পাকিস্তানবাদী বাঙালিরা যখন ইকবালকে হাজির করেছিলেন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রাণভোমরা হিসেবে, বাঙালিত্ববাদীরা তখন সামনে নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকে। এই বাঙালিদের মধ্যে ছিল নাগরিক মধ্যবিত্ত, মার্কবাদী ও উদারনৈতিক মতাদর্শে আস্থাবান ব্যক্তিরা।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আঘাতে এঁদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে এক অন্তরতম মনীষা। আর ভৌগোলিক কিংবা স্থানিক পরিচয়ে যাঁরা পূর্ববঙ্গবাসী, পাকিস্তান-পর্বের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভেতর তাঁরা পেয়েছিলেন নিপীড়িতের ভরসা, উদার মানবতাবোধ, বাঙালিত্ব পরিচয়ের শক্তি ও উদ্দীপনা। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের মোকাবিলায় ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অবিকল্প প্রতীক। জাতীয়তাবাদের জন্যও এমন একজন ব্যক্তি দরকার, যার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বহু বছরের প্রজ্ঞা ও ইতিহাস। পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে থাকা মধ্যবিত্তরা তাই রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করতে পিছপা হয়নি। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনে বাধা দেওয়া, গণমাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করাকে তারা চিহ্নিত করেছে শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আধিপত্য হিসেবে। পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, জীবনানন্দকেও গ্রহণ করেছিল। অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদবিরোধীরা এমনভাবে বক্তব্য হাজির করেন, তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পূর্ববঙ্গে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের একমাত্র প্রতীক।

বাংলাদেশ কালপর্ব বাংলাদেশ-পর্বে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হলেন। রবি ঠাকুরের গান গৃহীত হলো নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে। কিন্তু লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ নিয়ে এলেন প্রত্যাখ্যান। আহমদ শরীফ তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি (আগস্ট ১৯৭৩) বললেন, রবীন্দ্রনাথ 'নির্বিশেষ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করার মতো শক্তিধর' ছিলেন না; যদি তা-ই হতেন তাহলে মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করত না, এমনকি রাষ্ট্রনৈতিকভাবে 'অখণ্ড যুক্ত বাংলা থাকত অথবা খণ্ড ভারতে যুক্ত বাংলা' হতো। আহমদ শরীফ সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন ৪৪ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ 'নির্বিশেষ বাঙালি'র কাছে চেনা ও শক্তিধর হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ই।

পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার, নোবেল পাওয়ার আগের ও পরের রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। শরীফ এড়িয়ে গেলেন এই প্রশ্নটিকেও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং সমাজ বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কী?' প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথের দোষ কী? আহমদ শরীফের কথায় মনে হয় মার্কবাদী না হতে পারাটাই রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা; সমাজতন্ত্র তাঁর কাম্য বলে আহমদ শরীফ মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথ যদি রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণার উৎস হতেন তাহলে আমরা সাধারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র কামনা করতাম।' তাহলে রবীন্দ্রনাথ কী? আহমদ শরীফের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুর্জোয়া মানবতার প্রতীক' ও 'উদারতম মানবতাবাদী'। পশ্চিমবঙ্গের মার্কবাদীরাও চল্লিশের দশকে হাজির করেছিলেন এ-জাতীয় বয়ান।

আহমদ শরীফ কিংবা মার্কবাদীরা যা-ই বলুন না কেন, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সামরিকায়ন ও ইসলামীকরণের যুগে, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আবারও হয়ে উঠলেন প্রেরণার উৎসস্থল। কিন্তু বাঙালিত্ব ও বাংলাদেশিত্বের নামে জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ যত বিভাজিত হতে থাকল, ততই বদলে যেতে থাকল রবীন্দ্রপাঠ ও পরিগ্রহণের ধরন। বিগত ৫০ বছরের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ আবারও নির্দয় কাটাছেঁড়ার মুখোমুখি হলেন। এর জন্য যত না দায়ী রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্রসাহিত্য, তার চেয়ে দায় বেশি জাতীয়তাবাদীদের। কেননা বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে কুক্ষিগত করে প্রশ্ন ও পর্যালোচনাবিহীন রবীন্দ্র-বন্দনার প্রাবল্যে ভাসিয়ে দিয়েছেন বাঙালি জাতির অপরাপর সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক ও সাহিত্যিক উপাদানসমূহকে। এর বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নামে গড়ে ওঠা মতাদর্শের নিশানবরদাররা রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেখাতে পেরেছিলেন হিন্দুত্ব, ভারত ও রবীন্দ্রনাথ আদতে একই জিনিস।

প্রশ্ন তোলা হয়েছে শ্রেণিদৃষ্টিকোণ থেকেও। বাংলাদেশের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথ ভূষিত হলেন 'বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ', 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' নামে। রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তারই ফর্দ লিপিবদ্ধ হতে থাকল নবীন-প্রবীণের হাতে।

মাওলানা ভাসানীর হক-কথা (১৯৭২) পত্রিকায় রবীন্দ্র-সমালোচনা কিন্তু পেশ করল অন্য প্রস্তাব, 'বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। পাক আমলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলিকে নানা অপবাদে বারবার আক্রমণ করেছে। স্বাধীন দেশে এর অবসান অবশ্যই হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ লেখা থেকে বাঙালিকে আর বঞ্চিত রাখা চলবে না।...রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হবে, জানতে হবে, স্বাধীন বাংলায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবমূল্যায়ন করতে হবে অবশ্যই। নির্যাতিত, শোষিত মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে তাঁর কবিতার ফসল।'

পুরোনো একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে আবার এল; আহমদ ছফা প্রশ্ন তুললেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুসলমান প্রজাদের নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প কিংবা উপন্যাস কেন লিখলেন না?' ছফার জিজ্ঞাসা, মুসলমান প্রজাদেরটা খেয়ে-পরে বড় হওয়া রবীন্দ্রনাথ কি একটি গল্প লিখে হলেও 'স্বীকৃতি' দিতে পারতেন না তাঁর প্রজাদের?

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কেউ কেউ এই বলে তর্ক তুলেছেন যে হিন্দুত্বই রবীন্দ্রনাথের আদি ও অকৃত্রিম পরিচয়। মুসলমান সমাজের ছবি তিনি আঁকতে পারেননি। এ ধরনের ব্যাখ্যাকে সহজেই চালিয়ে দেওয়া গেছে; কারণ তত দিনে সংবিধান মোতাবেক বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মুসলমানের ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। তাই এই প্রশ্নও তোলা গেছে, হিন্দু রবীন্দ্রনাথের গান কেন 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে' জাতীয় সংগীত হবে? যেন অন্য কোনো গান জাতীয় সংগীত হতে পারত; অবশ্য সম্ভাব্য কোনো গানের উল্লেখ তাঁরা করেননি। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে নিম্নবর্গের ভাবুকতায় বিশ্বাসীদের কেউ কেউ লালন ও রবীন্দ্রনাথকে নির্মাণ করেছেন পরস্পরের যুগ্ম-বৈপরীত্য হিসেবে। বাঙালি, বাংলা অঞ্চল ও রবীন্দ্র-অধ্যয়নের দিক থেকে এটি নতুন এক প্রবর্তনা। রবীন্দ্রনাথ যে রকম শিক্ষিত ও নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে ভাবপ্রতিমা হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন, তারই বিপরীতে এ ধারার ভাবুকেরা জাতি, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয়তাবাদের পরিসরে লালনকে হাজির করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষিত ও নাগরিক মধ্যবিত্তের আরেক নব্য-ভাবপ্রতিমামাত্রবাঙালি জাতীয়তাবাদ যেটিকে 'আইকনিক' মর্যাদায় উন্নীত করেনি, শহুরে লালনবাদীরা সেটিকে নব্বই দশকি আবিষ্কার হিসেবে হাজির করেছেন। সহি লালনবাদীরা রবীন্দ্রনাথ কিংবা ভাবাদর্শের জঙ্গনামা থেকে ঢের দূরে বাস করেন।

অনেকে পুরোনো সেই বিতর্করবীন্দ্র-নজরুল বাহাসকে জাহির করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের তোরঙ্গ থেকে পুরোনো বোতলটি বের করে তারা পুরোনো সুরা ঢালতে আরম্ভ করেছেন। ১৯৪১ সালে প্রয়াত রবীন্দ্রনাথের পূর্বকালীন ভাবাদর্শ দেশভাগ অথবা বাংলা বিভাগের পেছনে ভূমিকা রেখেছে কি না, সেই প্রশ্নের ময়নাতদন্তেও শামিল হয়েছেন। গবেষণাযোগ্য বিষয় হিসেবে ভালো জিজ্ঞাসাই বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো বক্তব্য, কোনো উচ্চারণ, কোনো অচেতন-স্থিত ভাষা দেশভাগের দায়কে নির্দেশ করে, তার কোনো নিশানা এই ভাষ্যকারেরা দেন না। আর তাই রবীন্দ্রনাথের এই জোড়া-তালিমার্কা পাঠকে সুবিচার ও সুপাঠকোনোটিই বলা চলে না; বড়জোর বলা চলে, মহাসমুদ্রে তরঙ্গ তোলা, কিংবা দেবদারুর নিচে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট গাছের দেবদারু হওয়ার বাসনা। এই লেখায় পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশজুড়ে রবীন্দ্রপাঠের একটি খণ্ডচিত্রমাত্র হাজির করা হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক মূল্যায়নের চেয়ে কারও কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি, হিন্দুত্ব, শ্রেণিপরিচয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান। পাঠের এই বহুরৈখিকতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত রাখে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, পরিবর্তমান কাল রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গ্রহণ করবে? নবীন বাংলাদেশের এক অকালপ্রয়াত কবি হুমায়ুন কবির ৫০ বছরের বেশি আগে লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ বা রক্ষা করার এখন আর কিছু নেই'; সেই তারুণ্যেই তিনি চেয়েছিলেন 'নবকালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিনিষ্ঠ বিচার।' হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আমরা শুধু একটি শব্দই যোগ করতে চাই, 'বস্তুনিষ্ঠ' বিচার; মতলবি অধ্যয়ন ও বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের ফারাক কারোরই অজানা নয়।

কাজী নজরুলসাম্য যাঁর জীবনের মূল সুর

এন এন তরুণ

দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবন পাল্টে দেওয়ার এক গভীর প্রেষণা নজরুলকে তাড়িয়ে ফিরেছে সারাটা জীবন। যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায় ও জীবনাচরণে। প্রথম জীবনে লেখা সাম্যবাদী কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কুলি মজুর' কবিতায় তিনি লেখেন:

'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে
ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার
খাবে দুর্বল?'

এ কবিতা আমাদের মর্মে আঘাত করে। কবির মতো আমাদের চোখও সিক্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার 'আসিতেছে শুভদিন' উচ্চারণ করে আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন। একজন বিপ্লবীর মতো যুবক নজরুলও আমাদের স্বপ্নের কথা বলেন। বলেন, 'মহা-মানবের মহা-বেদনার মহা-উত্থানে' নিশ্চয়ই একদিন 'মিলনের বাঁশী' বাজবে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল খোদ ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিরাজমান অসাম্য, অবিচার, অন্যায় ও দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভগবানের খেয়ালিপনাকে দায়ী করেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে উদ্যত হন। দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং এই অসাম্যজনিত দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর প্রেষণা কতটা গভীর হলে একজন কবির কবিতায় বিদ্রোহের এমন দামামা বাজে, বহুপ্রজন্ম পরে আজ এই একবিংশে সে কথা ভাবি আর শিহরিত হই। মুজাফফর আহমদের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়, সখ্য ও বসবাস একটি বিশেষ ঘটনা, বাঙালির ইতিহাসেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণ মানুষের প্রতি নজরুলের ভালোবাসা, দেশপ্রেম ইত্যাদি সাম্যবাদী চেতনায়, বিপ্লবী ধারায়, সর্বহারার রাজনীতিতে প্রবাহিত হয় মুজাফফর আহমদের সান্নিধ্যে এসেই। বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফফর আহমদ কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন নজরুলের কবি হয়ে ওঠা, সাম্যবাদী হিসেবে বেড়ে ওঠা। কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা শিরোনামে যে বই তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর অদেখা অতীত জীবনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেন।

ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে সব সময় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায়ই তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার ঘটনাকে, 'ম্যাট্রিকুলেশন পাসের চেয়ে দেশপ্রেমকেই উচ্চাসন দিয়েছেন নজরুল' বলে মন্তব্য করছেন মুজাফফর আহমদ। 'একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে যে কজন বাঙালি সারা জীবন নিরলস কাজ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একেবারে শীর্ষস্থানীয় কাজী নজরুল ইসলাম'ঐতিহাসিক শুভ বসুর এ কথার সমর্থন মেলে কমরেড মুজাফফর আহমদ যখন বলেন, 'হিন্দু জমিদার কর্তৃক চালিত স্কুলে বেতন দিতে হতো না নজরুলকে। শুধু তা—ই নয়, তাঁর হোস্টেলের খরচ ও মাসে ৭ টাকা জোগান দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন ওই হিন্দু জমিদারেরাই। সম্ভবত এভাবেই নজরুল সমাজে অসাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এভাবেই অসাম্প্রদায়িকতার বীজও প্রোথিত হয় তাঁর মনের গভীরে।'

প্রথমত, সেনাবাহিনীর 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানিতে যোগদান করার যে ডাক নজরুলের কানে পৌঁছেছিল, সেটা তাঁর নিকটে ছিল দেশপ্রেমের আহ্বান।' আবার 'তিনি ফিরেও এসেছিলেন দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে।' এর আগে সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পশ্চিম বঙ্গীয় দলে অর্থাৎ যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত নিবারণচন্দ্রের মতবাদের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন নজরুল, সম্ভবত ১৯১৭ সালের দিকে। এদিক থেকে বলা যায়, নজরুলের সাম্যবাদের দীক্ষাগুরু, তাঁর শিক্ষক নিবারণচন্দ্রই। দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে ফিরে আসার প্রমাণ পাই আমরা যখন তাঁর সাহিত্য ও কর্মতৎপরতার দিকে তাকাই। নজরুল এতটা জনপ্রিয় কীভাবে হলেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুজাফফর আহমদ লিখেছেন, 'তাঁর গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্য চটকলের বাঙালি মজুরেরা তাঁকে ডেকেছে। পরে কৃষকদের ভেতরেও বক্তৃতা দিয়েছে। এভাবে তিনি পৌঁছেছেন জনগণের মধ্যে। এই জন্যই বাংলা দেশের কবিদের মধ্যে নজরুল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিলেন। আজও কারখানার মজুরেরা তাঁর জন্মদিন পালন করেন।' ১৯২০ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে নবযুগ—এ 'ধর্মঘট' শিরোনামে যে লেখাটি তিনি লেখেন, তা থেকে বোঝা যায় মেহনতি মানুষের প্রতি তাঁর কতটা আকর্ষণ ছিল। তিনি লিখেছেন: 'চাষী সমস্ত বছর ধরিয়া হাড়ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়-ভাত খাইতে পায় না,অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের ওপর পা দিয়া বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ—চল্লিশ বৎসরের বেশি বাঁচে নাকোম্পানি তাদের দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে' নজরুলের জীবন থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ব্যক্তিজীবনের আঘাত থেকে সমষ্টির জীবনে ফিরে আসা, খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য ফেরানোর কাজে যোগ দেওয়া।

মুজাফফর আহমদের ভাষ্যমতে, 'আলী আকবর খান ও তাঁর ভাগনি সৈয়দা খাতুনের (নজরুল যাঁর দিয়েছিলেন নার্গিস) দ্বারা আহত, প্রতারিত ও অপমানিত হয়ে কুমিল্লায় ফিরে এসে ছয় মাস প্রায় না লেখার পরে তাঁর কলম হতে আবার কবিতা বইতে লাগল ঠিক যেন পাগলা ঘোড়ার স্রোতের মতো। কিন্তু হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়,নতুন জীবনের গান, শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর গান।' এই শিক্ষা আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকেও পাইএমনকি প্রেমের উপন্যাসেও। শেষের কবিতার নায়ক বলছেন, 'আমার রয়েছে কর্ম, রয়েছে বিশ্বলোক, ফিরিবার পথ নাই।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিপ্লবী হতে পারেননি বা হতে চাননি। তবে তিনি একজন বিপ্লবীর আবির্ভাব কামনা করেছিলেন একান্তভাবে। তিনি এমন একজন বিপ্লবীর আবির্ভাব চেয়েছিলেন, যিনি ভারতের খোলনলচে পাল্টে দেবেন। একজন বিপ্লবীর জীবন কেমন হবে, কী রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তাঁকে, তা তিনি জানতেন। সে জন্যই সেই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবীকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন কবিতায়, এভাবে:

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অপেক্ষায়ই ছিলেন? নজরুল তাঁর শেষ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে যখন বলেন, 'দ্যাখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীটসের মত খুব বড় একটা ট্র্যাজেডী আছে, তুই প্রস্তুত হ', তখন তা-ই মনে হয়।

১৯৪১ সালের ৬ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে, জীবনের শেষ বক্তৃতায়, যে মর্মস্পর্শী কথাগুলো উচ্চারণ করেন, তার মধ্যে আছে অভিমান, আছে জীবনদর্শন, 'পৃথিবীতে আগমনের কারণ ও বিদ্রোহের কারণের ব্যাখ্যা। তিনি বলছেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কোনোটাই নয়। আমি কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি; গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুল বলছেন, 'আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা-কলুষিত-পুরাতন-পচা, সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।'

এরপর সীমাহীন অভিমান নিয়ে নিচের কথাগুলো নজরুল যখন উচ্চারণ করেন, তখন আমরা অশ্রুসিক্ত হই:

'যদি আর বাঁশী না বাজে,বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি। আমি নেতা হতে আসিনি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী হতে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।' বক্তৃতা শেষের কবিতাটাই যে কবির শেষজীবনের গান হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর
আমি জাগিব না,
কোলাহল করে সারা দিনমান
কারো ধ্যান ভাঙিব না।
নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মনে
পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম পাঁচ

বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট(হি.স.) : মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে জখম হলেন পাঁচ জন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম হয়েছেন ডিভিসির সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) বিজয় মন্ডল, ২ জন বার্ষিক মেইনটেনেন্স ঠিকা শ্রমিক বড়জোড়ার বাসিন্দা কমল গোস্বামী ও বাঁকুড়ার সুখেন বাউরি এবং ২ জন সাপ্লাই লেবার রাহুল দাস ও ঈশ্বর দে। এদের বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানার ঘনশ্যামপুর। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের পাওয়ার হাউসের দোতলার ৬.৬ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাদের এমটিপিএস হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ জনকেই দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকল্পের ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে প্রণব কর্মকার ও উজ্জ্বল ঢাং বলেন, গত ১ আগস্ট থেকে ওভার ওয়েলিং এর জন্য ২ নম্বর ইউনিট শাট ডাউন নেওয়া হয়েছে। তারই সংস্কারের কাজ চলছিল। ডিভিসির ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকা কর্মীদের নির্দেশ দেন ওই এলাকার ব্রেকার থেকে যে কেবল লাইন বেরিয়েছে তাতে যে কার্বন ও নানা রকম নোংরা জমে আছে তা পরিষ্কার করার। তাদের সঙ্গে ডিভিসির এক ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। ইউনিট শাট ডাউন আছে নিশ্চিত জেনে কাজ হচ্ছিল। ব্রেকার ডাউন করতেই বিস্ফোরণ হয়। তাতেই ৫ জন ঝলসে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইউনিট শাট ডাউন থাকা মানে তাতে বিদ্যুৎ সরবরহ বন্ধ। গত ৪৮ ঘন্টা ধরে সেখানে কাজ হচ্ছে অথচ এদিন কী করে ২০০০ এমপিআর ব্রেকারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়ে গেল? এর জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন তিনি। ডিভিসির স্থায়ী শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি নেতা অরিন্দম ব্যানার্জি, সিটু নেতা সুমন গোস্বামী ও স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন নেতা বিদ্যুৎ কর্মকার বলেন, ডিভিসিতে দীর্ঘদিন কর্মী নিয়োগ বন্ধ। প্রায় সমস্ত দক্ষ কর্মী অবসর নিয়েছেন। ফলে ঠিকা শ্রমিকদের উপর ভরসা করেই কারখানা চালাতে হচ্ছে। আমরা টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছি বহুদিন থেকে। কিন্তু তা কার্যকর করা হচ্ছে না। এবিষয়ে ডিভিসির কর্তারা নিশ্চুপ।

ডিমা হাসাওয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর নিযুত মইনা প্রকল্প'-এর উদ্বোধন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতার

হাফলং (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রীদের জন্য সুখবর। একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নকারী ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার এক বিশেষ প্রকল্প শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের অভিলাষী প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রীর নিযুত মইনা প্রকল্প' আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায় শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা। হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, পারিষ রূপালি লাংথাসা, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস এবং হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সর্বজিৎ থাওসেনের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

প্রকল্পের অধীনে চলতি বছর থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মাসে ১ হাজার টাকা করে ১০ মাসে দশ হাজার টাকা লাভ করবেন। তাছাড়া স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী মাসে ১,২৫০ টাকা করে মাসে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে এবং স্নাতকোত্তরের ছাত্রীরা মাসে ১,৫০০ টাকা করে দস বছরে মোট ১৫ হাজার টাকা লাভ করবেন।

উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ রোধের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য কন্যা শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে এই প্রকল্প আজ গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, নজর রাখছে ভারত: বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমনই জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। জয়সওয়াল এদিন বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে নজর রাখছে ভারত। তিনি এও বলেন, বাংলাদেশে যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কোনও হামলার ঘটনা না ঘটে, তার জন্য একাধিক গোষ্ঠী, সংগঠন এগিয়ে আসছে। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পাশাপাশি বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ নিয়ে এদিন তিনি বলেন, জানা যাচ্ছে যে, আজ সন্ধ্যায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। নির্দিষ্ট সঠিক সময় জানি না, তবে আটটার দিকে হতে পারে। এও বলেন, কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমাদের হাইকমিশনার অংশ নিতে পারেন এতে।

করিমগঞ্জের রাধাপ্যারীতে মোটর বাইকে ধাক্কা কন্টেইনারের, গুরুতর আহত দুই

পাথারকান্দি (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : কন্টেইনার চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক বাইক চালক এবং তার আরোহী। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার সকালে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন রাধাপ্যারী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, ত্রিপুরা থেকে গুয়াহাটিগামী তেল পরিবাহী একটি কন্টেইনার অতর্কিতে লোয়াইরপোয়া থেকে পাথারকান্দিগামী একটি মোটর বাইকের পেছনে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কন্টেইনারের ধাক্কায় বাইকের চালক ও আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। আহত দুজকে যথাক্রমে বাজারিছড়ার সূর্যকুমার ত্রিপুরা এবং ছবড়ির ঘনশ্যাম কায়স্থ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনার পর কন্টেইনার নিয়ে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয়রা তাকে আটক করেন। ধৃত চালক উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের জনৈক মহরম আলি। আহতদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে পাথারকান্দি সামূহিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর ঘটনাস্থলে ছুটে যান পাথারকান্দি থানার কয়েকজন পুলিশকর্মী। তারা গোটা ঘটনার তদন্ত করছেন।

বাংলাদেশে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : ছাত্রদের সাথে ঢাকা সহ সারা দেশে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্সের সদস্য এবং তাদের ভলান্টিয়াররা। ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতির ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য রাজধানী ঢাকার ট্রাফিক পয়েন্ট সহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা।

আজ বৃহসপতিবার সকাল ৮-টা থেকে ফায়ার সার্ভিস ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ মাইন উদ্দিনের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিসের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের এই কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছেন পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফট্যানান্ট কর্নেল মহম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হলো মানুষের দুঃসময়ের বন্ধু। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় এখন একটা শূন্যতা বিরাজমান। তাই আমাদের সদস্য ও ভলান্টিয়ারগণ এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত।'

উল্লেখ্য, সারা দেশের মোট ২২৭টি ট্রাফিক পয়েন্টে ৬২০ জন ফায়ার ফাইটার এবং ৫৭টি ট্রাফিক পয়েন্টে ২১৫ জন ভলান্টিয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি ভিএইচপির দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের

শিলচর (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : হিংসা ও অরাজকতায় জর্জরিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলি আধিপত্য বিস্তার করে আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করে দিয়েছে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের চরমপন্থী জিহাদিরা হিন্দু সমাজের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সভাপতি শান্তনু নায়েক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলো বলেন।

শান্তনু নায়েক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এ ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় সংগঠিত হচ্ছে। এমন-কি মৌলবাদীদের হাতে শ্মশান পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মঠমন্দিরগুলোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোনও জেলা নেই, যেখানে তাদের হিংসা ও সন্ত্রাসের লক্ষ্যে পরিণত হয়নি। সব কয়টি জেলাতেই আতংকের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ত্রাস ও হিংসা ছড়িয়েছে তারা।

সময় সময় এ ধরনের জঙ্গিপনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে হিন্দুরা, যারা দেশভাগের সময় ৩২ শতাংশ ছিল, তারা আজ ৮ শতাংশেরও নীচে চলে এসেছেন ক্রমাগত জিহাদি নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক আরও বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, অফিস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা, শিশু, এমন-কি তাঁদের আরাধনাস্থল মন্দির, গুরুদ্বার এবং অন্যান্য আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি নিরাপদ নয়। বলা যায় সেখানে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

শান্তনু নায়েক বলেন, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। তিনি বলেন, ভারত অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত সমাজকে সাহায্য করেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ভিএইচপির প্রান্ত সভাপতি নায়েক আশংকা ব্যক্ত করে বলেন, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালানো হতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাই আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য প্রয়োজন সীমান্তে কঠোর নজরদারি রাখা এবং সর্বাস্থায় অনুপ্রবেশ রোধ করা অতি আবশ্যক।

তাঁর কথায়, আমরা চাই বাংলাদেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। সেখানকার সমাজ যেন মানবাধিকার পায় এবং অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কোনও বাধা না থাকে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ও সরকার এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সব সময়ই সহযোগিতা করবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড় ইউনুসের বিএমডব্লিউ, অন্যদের জন্য ২২টি গাড়ি

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফার পর আজ বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) গঠিত হতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রাত আটটায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হবে। ইতোমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। নতুন সরকারের উপদেষ্টাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ২২টি নতুন গাড়ি। পরিবহণ পুল থেকে এ সব গাড়ি যাচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে।

বৃহস্পতিবার সরেজমিনে সরকারি পরিবহণ পুল ঘুরে এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদক দেখেছেন, বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা যে সব গাড়ি ব্যবহার করেছেন সে সব গাড়িই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুনভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

২২টির বেশি গাড়ি প্রস্তুত থাকলেও এ মুহূর্তে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যাচ্ছে আরও ১২টি গাড়ি। পরবর্তীতে এ সব গাড়ি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে যাবে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মহম্মদ ইউনুসের জন্য বরাদ্দ হয়েছে বিএমডব্লিউর অত্যাধুনিক সিরিজের গাড়ি। আর অন্য উপদেষ্টাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড মডেলের গাড়ি। ২৫০০ সিসির এই গাড়ির মূল্য প্রকারভেদে ৮৫ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া, বরাদ্দ রয়েছে মিতশুবিশি ল্যান্সার ইএক্স মডেলের গাড়ি। ১৬০০ সিসির এ সব গাড়ির মূল্য ২০ থেকে ২৫ লক্ষ পর্যন্ত।আজ রাত আটটায় বঙ্গভবনের দরবার হল-এ নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহ অন্যান্য উপদেষ্টাদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অসমে চালু 'নিযুত মইনা আঁচনি', লক্ষ্য বাল্যবিবাহ রোধ

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : অসমে চালু হয়ে গেল 'মুখ্যমন্ত্রীর নিযুত মইনা আঁচনি'। বাল্যবিবাহ রোধের লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার এই প্রকল্প (আঁচনি) চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু এবং পরিষদীয় মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়াকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রকল্পের বিস্তারিত ব্যাখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। প্রথমে 'নিযুত মইনা আঁচনি'-র মানে বোঝাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নিযুত' মানে 'দশ লক্ষ' এবং 'মইনা' মানে 'শিশু বা বালিকা'। এই প্রকল্পে দশ লক্ষ কন্যা শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ রোধ করতে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বালিকা কন্যাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পথ প্রশস্ত করতে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, দ্বাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সমস্ত কন্যা শিক্ষার্থীকে মাসিক স্টাইপেন্ডস প্রদান করা হবে। 'নিযুত মইনা আঁচনি'তে ১০ লক্ষ সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এর জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা। সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে হায়ার সেকেন্ডারি (উচ্চ মাধ্যমিক) থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (পিজি) স্তরের ছাত্রীদের জন্য এটা মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্প।

প্রকল্পের সবিশেষ জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১০ মাসের জন্য প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তিনি জানান, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি প্রথম বর্ষ এবং পিজি প্রথম বর্ষে নথিভুক্ত মেয়ে শিক্ষার্থীরা সরকারি ও ভেঞ্চার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য। ভর্তি সংক্রান্ত ইনসেন্টিভও মহিলা ছাত্রদের প্রদান করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, (১) একাদশ শ্রেণিতে নথিভুক্ত ছাত্রীদের ১০ মাস মেয়াদে প্রতি মাসে এক হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা। (২) স্নাতক (ডিগ্রি যেমন বিএ, বিএসসি এবং বিকম) শ্রেণিতে নথিভুক্ত ছাত্রীদের জন্য ১০ মাস মেয়াদে প্রতি মাসে ১,২৫০ করে মোট ১২,৫০০ টাকা। (৩) স্নাতকোত্তর (পিজি যেমন বিএড/এমএ/এমএসসি/এমকম) প্রথম বর্ষে নথিভুক্ত ছাত্রীদের জন্য ১০ মাসের জন্য প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা করে মোট ২৫ হাজার টাকা (প্রজ্ঞা ভারতী স্কিমের অধীনে মোবিলিটি গ্রান্টকে নিযুত মইনা প্রকল্পের সাথে একীভূত করে)। চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য নয় মাসের জন্য এই সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, দ্বিতীয় বছর থেকে এজন্য কোনও আবেদন জমা দিতে হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে একটি শংসাপত্র, প্রতিষ্ঠানে তার ধারাবাহিকতা প্রত্যয়িত সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

এই প্রকল্প কন্যা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকারের ইতিমধ্যে চলমান ''বিনামূল্যে ভর্তি'' প্রকল্পের পরিপূরক হবে, জানান তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, এই প্রকল্পের অধীনে বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রীদের কন্যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

আজকের অনুষ্ঠানে শিক্ষা দফতরের উচ্চ এবং পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন সুবিধাভোগী তরুণী ছাত্রীর হাতে এই প্রকল্পের অধীনে চেক তুলে দিয়েছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন : গোমতি জেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন পুলিশের ডিআইজির

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৮ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোট। বিকাল পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। ভোটকে কেন্দ্র করে গোমতি জেলায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয় সে জন্য পুলিশি ব্যবস্থা ছিল কঠোর।

নির্বাচন পর্ব কেমন চলছে তা দেখার জন্য আগরতলা থেকে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি রমেশ রেড্ডি এসে বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ডিআইজি বলেন, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেজন্য পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরদিকে বিজেপির গোমতি জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। জয় সম্পর্কে একশো শতাংশ আশাবাদী তিনি। কয়েক মাস আগে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ যেভাবে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপির জয় নিশ্চিত।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোয়াইট হাউসকে আর্জি

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোয়াইট হাউসকে অনুরোধ করেছে গ্লোবাল হিন্দু হেরিটেজ ফাউন্ডেশন। জরুরী আবেদন জানিয়ে সংগঠনের তরফে অনলাইন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছে। আবেদনপত্র দেওয়া হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন, ইওরোপীয় পরিষদের মন্ত্রীমণ্ডলি, মার্কিন সেনেট, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভকে। 'দ্য হিন্দু অ্যাকশন' নামে এক সংগঠনের তরফে এই আবেদনপত্রে লেখা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগে বাংলাদেশে যে হিংসাত্মক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এসেছে দেশের দেড় কোটি হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর। আমাদের দল নানা তথ্য সংকলিত করেছে। অনেক হিন্দুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মন্দির এবং উপাসনালয়গুলি পরিকল্পিত আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে।"

'দ্য হিন্দু অ্যাকশন'-এর নির্বাহী পরিচালক উৎসব চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা ৫০ লক্ষ শক্তিশালী আমেরিকান হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন। আমরা বাংলাদেশি প্রবাসী সদস্যদের সাথে কাজ করছি যাতে বাংলাদেশে হিংসাত্মক ঘটনাবলী প্রকাশের সাথে সাথে তা প্রকাশ্যে আসে। বাংলাদেশের বিপদাপন্নদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টায় আমরা হোয়াইট হাউসে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে প্রাথমিক 'কোটা-বিরোধী বিক্ষোভ' কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী হিংসায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তন ও পরিস্থিতির অস্থিরতায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।"

উৎসববাবু জানিয়েছেন, 'আমরা বাইডেন প্রশাসনকে বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জামায়াত-ই-ইসলামী প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

১৯৭৫ সালে, সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ভাইবোনদের সেনাবাহিনী হত্যা করে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের গণহত্যার জন্ম দেয়। ২০০১ সালেখালেদা জিয়ার ক্ষমতায় উত্থানের পর একই ধরনের হিংসার প্রাদুর্ভাব ঘটে। হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। শত শত হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। জিয়ার সমর্থকরা ও তাদের জামায়াত-ই-ইসলামী পরামর্শদাতারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নৃশংস কর্মকাণ্ড চালায়।

ইতিমধ্যে 'হিন্দু অ্যাকশন' বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখতে আমেরিকান হিন্দু এবং বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকে বসে। পরিষ্কার ঐকমত্যে আসে নৃশংসতা প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

মাদ্রাসার উগ্র ইসলামপন্থী ছাত্ররা এবং জামায়াত-ই-ইসলামির মতো সংগঠনগুলি বর্তমান বিশৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গণহত্যা ঘটাতে না পারে, মার্কিন প্রশাসন তা নিশ্চিত করুন। 'হিন্দু অ্যাকশন' বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অশান্তির এই সময়ে এই দুর্বল জনসংখ্যাকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান বাম নেতার মৃত্যুতে শোকাহত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে এদিন শোকপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর আমাদের মধ্যে নেই জেনে ব্যথিত। প্রবীণ এই নেতা ছিলেন নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদানের জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।

রাজ্যের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে জাতীয়তা-বিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পশ্চিমবঙ্গের এক রাজস্ব সহকারী কমিশনারের বিরুদ্ধে ওপরমহলে নির্দিষ্ট অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডাঃ মনোজ পন্থ (আইএএস) এবং সচিব ডঃ সুদীপ কুমার সিনহাকে (আইএএস)উদ্দেশ করে শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ করেছেন। লিখেছেন, "দয়া করেআপনার বিভাগের রাজস্ব সহকারী কমিশনার রুহুল আমিনের লেখা মতামতগুলি নোট করুন। তিনি বাংলাদেশে 'ভারতপন্থী সরকার' চান না। দয়া করে এই ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ করুন। যদি তিনি সামাজিক মাধ্যমে এই জাতীয় মতামত প্রকাশ করে থাকেন তবে জাতীয়তা বিরোধী অনুভূতি পোষণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।" রুহুল আমিনের ফেসবুক পোস্টও এক্স হ্যান্ডলে যুক্ত করে দিয়েছেন শুভেন্দুবাবু।

শিলিগুড়িতে সাইকেল চুরি চক্রের দুজনকে গ্রেফতার করে উদ্ধার আরও ৮টি সাইকেল

শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : সাইকেল চুরি চক্রের দুজনকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে আরও ৮টি দামি সাইকেল উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জলপাইমোড়ের কাছে অভিযান চালিয়ে মহম্মদ মোজাবেল এবং সুজিত দাস নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে সাতটি সাইকেল উদ্ধার হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া, ও মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল: রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের সপক্ষে সওয়াল করলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, এই বিলটি মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র ও মহিলাদের উন্নয়নের জন্য। কেন ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব হবে না? আপনি সেই সম্পত্তির মালিক কিনা এটা জানতে চাওয়ায় সমস্যা কী।

উল্লেখ্য, যে কোনও সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণার অধিকার ছিল ওয়াকফ বোর্ডের হাতেই। ফলে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে বার বার বহু গরিব মুসলিমের সম্পত্তি, অন্য ধর্মালম্বীদের ব্যক্তির সম্পত্তি অধিগ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের সেই একচ্ছত্র অধিকার কেড়ে নিয়ে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ কি না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে জেলাশাসক বা সমপদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের হাতে। প্রসঙ্গত, বিল নিয়ে বিতর্কের অন্যতম বিষয়, "ওয়াকফ বাই ইউজ" ধারণার অবলুপ্তি। যেহেতু ইসলামিক আইনে ওয়াকফ (দাতব্য কাজে) হিসেবে সম্পত্তিদান অতীতে প্রধানত মৌখিক ভাবেই হয়ে এসেছে, ওয়াকফনামা বা ডিডের প্রচলন কমই ছিল--তাই বহু সম্পত্তি, মাজার-মসজিদ ওয়াকফ স্বীকৃতি পেয়েছে "বাই ইউজ" সূত্রেই।

ইউএস ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন নাদাল

বার্সিলোনা, ৮ আগস্ট (হি.স.): ২২ বারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ইনজুরির পর কোর্টে ফিরে একটার পর একটা টুর্নামেন্ট হেরে চলেছেন। তার সর্বশেষ প্রতিযোগিতা ছিল অলিম্পিক। সেখানে সিঙ্গেলস ও ডাবলস দুটি প্রতিযোগিতাতেই হেরেছেন। অলিম্পিকের পর খেলার কথা ছিল ইউএস ওপেন। এবার সেখান থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলেন। শতভাগ দিতে পারবেন না বলে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাদাল। আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বার্লিনের লেভার কাপে খেলবেন ৩৮ বছর বয়সি এই টেনিস তারকা।নাদাল এক্সে লিখেছেন, 'আপনাদের

কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযানের দাওয়াই তথাগতের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশেসংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার জন্য কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযান করার দাবি তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "বাংলাদেশ যদি ইচ্ছে করে নিজেদের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা না দেয়, যদি তাদের পিছনে কাঠমোল্লাদের লেলিয়ে দেয়, এবং এরা যদি তার ফলে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তাহলে লাভ বাংলাদেশের, ক্ষতি ভারতের। ভারত কেন এই ক্ষতি সহ্য করবে?

তাই ভারতের উচিত, প্রবল কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, যাতে এই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা নিয়ে সেদেশে বাস করতে পারে। আর যদি কূটনৈতিক চাপে কাজ না হয় তাহলে মিলিটারি অভিযান করা। তুমি আমার পাশে বসে আমার ক্ষতি করবে, আর আমি তোমার প্রেমে মজে সেই ক্ষতি সহ্য করে যাব, এ হয় না।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দিনের শুরুতে খাবার পাতে কী রাখবেন পরোটা, কফি, মিষ্টি

দিনের শুরুটা কারও কারও এক কাপ চা ছাড়া হয় না। কেউ আবার পছন্দ করেন কফি। তবে যদি সকালেই মিষ্টির দোকান চোখে পড়ে, তাহলে মনে হবে গরম ফুলকো কচুরি, সঙ্গে আলুর তরকারি, তার সঙ্গে মিষ্টি আর দুধ চা-ই বোধহয় আদর্শ খাবার! জিভের জন্য তো বটেই, কিন্তু শরীরের জন্যেও কি তাই? বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত বাড়িতেই সকালের জল খাবারে থাকে রুটির সঙ্গে তরকারি।

শহরে অবশ্য মেনু কিঞ্চিত বদলে ওট, ব্রাউন ব্রেড জায়গা করে নেয়। তবে গ্রামে গেলে তরকারি দিয়ে মুড়ি খাওয়াটাই রীতি। আসলে পেট ভরানো নিয়ে তো কথা! কিন্তু আসলে বিষয়টা তাই কি!

সকালের জলখাবার কেন জরুরি? লম্বা ঘুমের পর সকালের প্রথম খাবার খুব জরুরি, বলছেন চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদেরা। কারণ, দীর্ঘক্ষণ পর পেটে খাবার যায়। এই সময় মস্তিষ্ক, পেশির কর্মক্ষমতা শ্লথ হয়। রক্তে শর্করার মাত্রাও কম থাকে। তাই এই সময় এমন কিছু খাবার প্রয়োজন, যা দ্রুত শরীরকে শক্তি জোগায়। সেই খাবারে শর্করা, প্রোটিন, গুড ফ্যাট, তরল, ফাইবারের নির্দিষ্ট মাত্রা থাকা দরকার।

সকালের খাবারে কী কী রাখবেন?

১. প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন বাদামের মাখন, রকমারি বাদাম যেমন আখরোট, কাঠবাদাম, চিজ, ডিমের মধ্যে কোনও কিছু রাখা দরকার সেই তালিকায়।

২. ভিটামিন, খনিজের জন্য সঙ্গে জুড়তে হবে মরসুমি ফল ও সব্জি।

৩. ওট, কিনোয়া, মাল্টি গ্রেন ব্রেড-- এর মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিতে পারেন সকালের খাবারে। এতে থাকে ফাইবার। রক্তে শর্করার মাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করতে এই ধরনের খাবার সাহায্য করে। ৪. শরীরের জন্য “হেলদি ফ্যাট” ভীষণ জরুরি।সকালের খাবারে যাতে আখরোট, কাঠবাদাম, কাজুর মধ্যে কোনও একটি থাকে, তা দেখতে হবে। চাইলে বিভিন্ন বাদাম মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

৫. কফি তাৎক্ষণিক ভাবে শরীর ও মন চাঙ্গা করলেও এর কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। অতিরিক্ত কফি খেলে জলশূন্যতার সমস্যা দেখা দিতে পারে। বদলে ভেষজ চা-পান শরীরকে বাড়তি পুষ্টি জোগাবে।

৬. কোনও কোনও পুষ্টিবিদ মনে করেন গেঁজানো মিশ্রণ দিয়ে তৈরি ইডলি, দোসা, উত্তাপম জলখাবারের মেনুতে রাখা ভাল।এতে পেট ভাল থাকে।

কোন ভুল নয় ১. জলখাবার বাদ দেওয়া যাবে না

২. চিনি জাতীয় খাবার বাদ দিতে হবে। বাজারচলতি ফলের রসের বদলে টাটকা ফলের রস বেশি ভাল।

৩. অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।

৪. একইরকম খাবার রোজ না খেয়ে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাটের দিকে নজর রেখে মেনু বদল প্রয়োজন।

একঘেয়ে খাবার মুখে রুচছে না? স্বাদ বদল সম্ভব কয়েকটি উপায় জানলেই

ঢেঁড়শ, বেগুন, উচ্ছে, পটল, মুলো, বিন্স, আলু। সব্জি রকমারি। কিন্তু খেতে গেলেই একঘেয়ে। প্রতিদিন বাড়ির লোকের পাতে কোন খাবার তুলে দেবেন, তা বাড়তি চিন্তা গৃহিনীদের। কেউ এটা খায় তো ওটা খায় না। কেউ ওটা খায় তো এটা খায় না। খেতে দিলেই কেউ বলে ভাল লাগছে না। তবে দৈনন্দিন রান্নাতেও সহজেই স্বাদ-বদল সম্ভব।

কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই দেখবেন পাত একেবারে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

মশলার বদল- ভারতীয় রান্নায় রকমারি মশলার ব্যবহার হয়। তবে মশলা থেকে ফোড়ন সামান্য বদলেই স্বাদের তফাৎ অনিবার্য। যেমন কালোজিরে দিয়ে আলু চচ্চড়ি করলে স্বাদ একরকম, তাতে পাঁচফোড়ন দিলে স্বাদ বদলে যাবে। আবার একই আলুর তরকারিতেই কারিপাতা ও সরষে ফোড়ন দিলে স্বাদ ও গন্ধ হবে একেবারেই আলাদা। জিরের বদলে ধনের ব্যবহার, মাংসে গোল মরিচের ব্যবহার চেনা স্বাদে বদল আনতে পারে।

উপাদানে বদল- সব্জি বদল নয়, উপাদানে বদল দরকার। যেমন উচ্ছে খুদে সদস্য না খেতে চাইলে, উচ্ছের ভিতর থেকে বীজ বের করে বদলে ছানা দিয়ে পুর দিয়ে রান্না করতে পারেন। পনিরের সব্জিতে পেঁয়াজ, টম্যাটোর বদলে চারমগজ, কাজু ও পোস্ত বাটা ব্যবহার করলেই চেনা খাবারে স্বাদ বদল তো হবেই, খেতেও বেশ লাগবে। আবার আলু থেকে রকমারি সব্জি, চিলি-চিকেনের রকমারি সস দিয়ে রান্না করতে পারেন। পরিবেশনে বদলে- সব্জি রান্নার সময় কখনও তা হালকা শক্ত রাখতে পারেন, কখনও তাতে রকমারি বাদাম মেশাতে পারেন। সাদা তেলের বদলের সামান্য ঘি যোগ করলেও স্বাদ বদল হবে। উপর থেকে ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করলেও খেতে ভাল হবে। আলু পোস্তর বদলে পটল পোস্ত বা পেঁয়াজ পোস্ত রান্না করতে পারেন। দুধ যোগ খাবারের স্বাদ এক নিমেষে বদল দিতে পারে দুধ। মাংস থেকে চিংড়িমাছে, নারকেলের দুধ বা বাজারচলতি দুধ একটু মেশালেই স্বাদ অন্যরকম হয়। শুধু আমিষ নয়, নিরামিষ পদও দুধ দিয়ে রান্না করা যায়। পনির বা ছানার ডালনার ঝোলে সামান্য দুধ মেশালে স্বাদ নিমেষে বদলে যাবে। ফুলকপির কোর্মা করতেও দুধ ব্যবহার করতে পারেন।

রান্নার প্রণালীতে বদল- বরবটির তরকারি করলে হয়তো একঘেয়ে খেতে লাগছে। বদলে বরবটি বেটে রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে কষিয়ে ভর্তা বানিয়ে নিতে পারেন। আলু থেকে সব্জি, স্বাদ বদলে রকমারি কাবাব বানিয়ে নিতে পারেন। এক একটি পদের অসংখ্য রন্ধন প্রণালী রয়েছে। ভিন্ন ধরনের রান্না করলে, সকলেই হাত চেটে খাবেন।

ছানা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন মুইঠ্যা

সারা সপ্তাহ অনলাইনে খাবার অর্ডার করেই খাওয়া হয়। একটা দিন নিয়ম মেনে বাড়িতে নিরামিষ খাওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক নিয়ম নয়, পেটের ভিতরের কলকব্জাগুলোকে একটু বিশ্রাম দেওয়া। কিন্তু জিভ তা মানবে কেন? নিরামিষ রান্নার কথা শুনলেই তো বাড়ির লোকের মুখ বেজার হয়ে যায়। দিনের বেলা তবু এটা-সেটা দিয়ে খাওয়া যায়।

কিন্তু রাতে রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য পড়ে থাকে সেই পনির। তবে একঘেয়ে পনিরের ডালনা যদি একান্তই মুখে না রোচে, তা হলে ছানা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন মুইঠ্যা। রইল রেসিপি।

উপকরণ

২ লিটার দুধ

আধ কাপ পাতিলেবুর রস

১ টেবিল চামচ আদা বাটা

আধ কাপ টম্যাটো কুচি

১ চা চামচ ঘি

১ চা চামচ গোটা জিরে

স্বাদ অনুযায়ী নুন

আধ চা চামচ চিনি

আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো

আধ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো

১ কাপ সর্ষের তেল

২-৩টি কাঁচালঙ্কা

প্রণালী

প্রথমে দুধে ফুটতে দিন। ছোট একটি পাত্রে সমপরিমাণ জল এবং লেবুর রস মিশিয়ে নিন। দুধ ফুটে উঠলে সেই মিশ্রণ দিয়ে দিতে হবে। দুধ কেটে ছানা হয়ে যাবে। তার পর পরিষ্কার জল দিয়ে সেই ছানা ভাল ভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। জল ঝরানো ছানা প্লেটে নিয়ে ভাল করে চটকে মাখতে হবে। এমন ভাবে মাখতে হবে, যেন ছানার মণ্ড একেবারে মসৃণ হয়ে যায়। এ বার তা থেকে ছোট ছোট মুইঠ্যা গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে মুইঠ্যাগুলো ভেজে তুলে নিন। খেয়াল রাখবেন, যেন মুইঠ্যাগুলো খুব কড়া না হয়ে যায়। এ বার ওই তেলের মধ্যেই জিরে ফোড়ন দিন। তার পর আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো কুচি দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। গুঁড়ো মশলাগুলো একে একে দিয়ে দিন। তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা ছানার মুইঠ্যাগুলো দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন। প্রয়োজনে অল্প জলও দেওয়া যেতে পারে। নুন, চিনিও দিয়ে দিন এই সময়ে। নামানোর আগে ঘি, গরমমশলা ছড়িয়ে দিলেই রান্না শেষ। রুটি, পরোটার সঙ্গে গরম ছানার মুইঠ্যা পরিবেশন করার জন্য তৈরি।

ভিজে চুলের যন্ত্র

সারা দিন পর বাড়ি ফিরে স্নান না করলেই নয়। তবে বর্ষায় মরসুম। বেশি রাতে স্নান করলে ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা থেকেই যায়। ক্লান্ত শরীরে চুল শুকোনো পর্যন্ত অপেক্ষাও করা যায় না। বেশির ভাগ দিন ভেজা চুলেই শুয়ে পড়েন। মাথার উপর পাখা তো ঘোরেই। প্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটিও চালিয়ে নেন।

সকালে উঠতেই নাক বন্ধ হয়ে আসে। একের পর এক হাঁচি পড়তে থাকে। তবে, ভিজে মাথা বালিশে রাখার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় চুলের। চুলের ডগা ফাটা থেকে মাথার ত্বকে সংক্রমণ সবের নেপথ্যেই রয়েছে ভেজা চুল।

ভেজা চুলের গোড়া নরম হয়। তাই অল্প ঘষা লাগলেই ছিঁড়ে যেতে পারে। চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে এটি। তা হলে কি স্নান করে চুল শুকোনো পর্যন্ত বালিশে মাথা রাখা যাবে না? রূপটান শিল্পীরা বলছেন, ভেজা চুলে ঘুমোতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেগুলি আগে জেনে রাখা প্রয়োজন।

১) ভিজে চুল পুরোপুরি শুকোনো পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে না পারেন, তা হলে ব্লো ড্রায়ার দিয়ে আধ-শুকনো করে নিতে হবে।

২) একান্ত যদি ভিজে চুলে ঘুমোতেই হয়, তা হলে বালিশে সাধারণ সুতির খোল পরানো চলবে না। বদলে সিল্কের খোল পরাতে হবে। চুল পড়ার ভয় কমবে। জটও পড়বে না।

৩) ভেজা চুলের জল বালিশ শুষে নেয়। সেই বালিশটি ভাল করে না শুকোলে তা ব্যাক্টেরিয়ার আঁতুড়ঘরে পরিণত হতে পারে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে বালিশের খোল বদলে ফেলতে হবে। ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করার পর, কিছু ক্ষণ বালিশটি রোদে রাখতে পারলেও ভাল হয়।

এ ছাড়া আর কী কী জেনে রাখা প্রয়োজন? ১) চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমোতে গেলে চুলে সিরাম মেখে নিলে ভাল হয়। ২) কোঁকড়ানো চুল স্বাভাবিক রাখার জন্য বিনুনি বেঁধে শোয়া যেতে পারে।

৩) চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হলে মাথায় সিল্কের “ক্যাপ” পরে ঘুমোতে পারেন। তাতে ঘর্ষণ কম হয়।

কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই সমাধান হবে পেশাগত সমস্যার

পেশাগত জগৎ জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে। বেসরকারি বা কর্পোরেট জগতের চাকরির ক্ষেত্রে ৯-১০ ঘণ্টা অফিসেই কেটে যায়। কখনও কখনও এই সময়টা আরও বেশি হয়। কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্যও থাকে। এই লক্ষ্যপূরণের বোঝা কাঁধে নিয়ে এগোতে গিয়ে কখনও পেশাগত জীবন ক্লান্তিকর লাগে। কখনও দীর্ঘ সময় অফিসে কাজ করলেও কাজ কিছুতেই শেষ হতে চায় না। কখনও আবার অফিস আসতেই বিরক্তি লাগে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খারাপ লাগা বেশি দিন স্থায়ী হলে, তার প্রভাব পড়তে বাধ্য কেরিয়ারে। এমন হলে কী করবেন? কাজের করার ইচ্ছা, উদ্যম ফেরাবেন কী ভাবে?

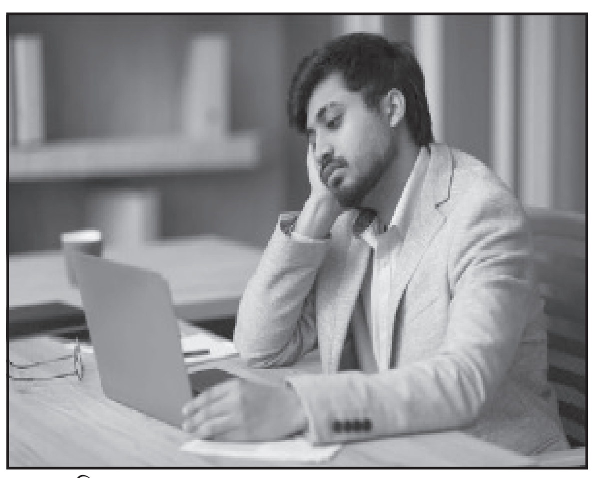

মনঃসংযোগ- ব্যক্তিগত সমস্যা বা চিন্তাভাবনা মাথায় চলতে থাকলে, কাজে মনঃসংযোগের অভাব হবে। স্বাভাবিক ভাবেই কাজে ভুল হওয়া, কাজের গতি কমে যাওয়া, ইত্যাদি বিচ্যুতি হবেই। তাই প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে, ব্যক্তিগত সমস্যা কাজের জগতে যেন প্রভাব না ফেলে। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে, সকালে কিছুটা সময় ধ্যানের অভ্যাস বা প্রাণায়াম করতে পারেন। এতে শরীর ও মন দুই-ই ভাল থাকবে।

উপযুক্ত কাজের পরিবেশ- অফিসে কাজের পরিবেশ যদি ঠিক থাকে, নিজস্ব ছন্দেই কাজ হবে। ভাল কাজের পরিবেশের জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সহযোগিতার মানসিকতা থাকা ভীষণ জরুরি। মাথায় রাখা দরকার, অফিসের কাজে ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং যোগ্যতা প্রয়োজন, তেমনই সম্পূর্ণ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব হলে, তার প্রভাব সামগ্রিক কাজে পড়তে বাধ্য। তাই অফিসের কাজের পরিবেশ সঠিক রাখতে, সহকর্মীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে একটু গল্প, হালকা রসিকতা, মজাও প্রয়োজন। এতে চাপ খানিক কমে।

রুটিন- দিনের শুরুতেই কী কী কাজ আছে, কোন কাজের জন্য কতটা সময় লাগবে, পুরোটা যদি ভেবে নেওয়া যায়, কাজ সহজ হয়ে যায়। কোনটার পর কোন কাজটি করতে হবে তা মাথায় থাকলে, কাজে নিজে থেকেই গতি এসে যাবে। যদি দেখা যায়, কাজ শেষ করা যাচ্ছে না, তা হলে ঘড়ি ধরে কাজ করার অভ্যাস করতে পারেন। বা তলিয়ে ভাবতে পারেন সমস্যা কেন হচ্ছে? সেই মতো নিজেকেই সমাধান খুঁজতে হবে। কাজের অভ্যাস হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে একই কাজে সময় ও পরিশ্রম দুই-ই কম লাগবে।

কথা বলতে হবে- অনেকেই মুখচোরা হন। কার্যক্ষেত্রে সঠিক ভাবে নিজেকে, কাজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারেন না। আবার অন্যের ব্যবহারে বিরক্ত হলেও স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। এমনটা হলেও চলবে না। কাজের প্রয়োজনে নিজেকেও খানিক বদলাতে হবে। অনেক সময় মন খুলে কথা বলতে না পারা, অন্যের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে না পারাটাও মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়। কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের সঙ্গে সঠিক ভাবে কথা বলতে শিখতে হবে। বিরতি একটানা কাজ ভীষণ ক্লান্তিকর হয়ে যায়। অনেকে সময়ে কাজ করতে হবে ভেবে, বিরতি নেন না। এটা মোটেও ঠিক নয়। টানা কাজের ফলে মস্তিষ্ক, চোখ, হাত-সহ সমগ্র শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝেমধ্যে একটু বিরতি নিয়ে নতুন উদ্যমে পরের কাজটা শুরু করতে পারেন। একটু চা-খাওয়া, আড্ডা বাড়তি উদ্যম জোগাতে পারে।

মাসের শেষেও পকেট থাকবে ভারী, যদি হেঁশেল চালান বুদ্ধি করে

মাসের শুরু থেকেই যদি একটু মাথা খাটিয়ে হেঁশেল চালানো যায়, তা হলে শেষের দিকে আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সাধারণত অপচয় বেশি খাবারদাবারে। বাসি হয়ে গেলে খাবার না খাওয়া কিংবা কোনও খাবার নরম হয়ে গেলে তা ফেলে দেওয়া এমন করেই বিভিন্ন সময়ে খাবার নষ্ট হয়। ফলে খরচও হয় বেশি। তাই ফেলা দেওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে।

খাবারদাবারের প্রতি বাড়তি নজর দিলে, সময় এবং টাকা দুই-ই বাঁচবে।

১) রোজ একটি করে কলা খাবেন বলে একসঙ্গে এক ডজন কলা কিনেছেন। এ দিকে রোজ অফিস আর বাড়ি করতে গিয়ে, কলা আর খেয়ে ওঠা হয়নি। এত দিন রেখে দেওয়ার ফলে কলাগুলি কালো হয়ে গিয়েছে। অগত্যা সেগুলি ফেলে দেবেন বলেই মনস্থির করলেন। দাম দিয়ে কলা কিনে ফেলে দেবেন? জানেন কি, কলা বেশি পেকে গেলে বেকিং ভাল হয়? কলা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন কেক। ২) অফিস থেকে ফিরে আলুসেদ্ধ-ভাত খাবেন। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আলু ভাতে দিয়ে ফেলেছেন। নষ্ট না করে ওই অতিরিক্ত আলুগুলি চটকে ভাজা পেঁয়াজ কুচি আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভর্তা বানিয়ে নিন। পরের দিন একটা কম পদ রাঁধলেও চলবে।

৩) পিৎজা কিনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কাজের চাপে তা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। দু’দিন পরে ফ্রিজ খুলে সেই পিৎজা আবিষ্কার করলেন। নষ্ট না হলেও স্বাদের তো এদিক-ওদিক হবেই। কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনা পিৎজা ফেলে দিতেও মন চায় না। ফেলে দেবেনই বা কেন? ফ্রিজ থেকে পিৎজা বার করে কিছু ক্ষণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখুন। তার পর উপর থেকে চিজ আর চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে, মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিলেই পুরনো পিৎজার নতুন স্বাদ ফিরে পাবেন।

টক দই খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই

ঋতুর নাম যাই হোক, সুস্থ থাকতে টক দই খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। গরমে তো বটেই, এমনকি ভরা বর্ষাতেও টক দই শরীরের খেয়াল রাখে। গ্যাস-অম্বল থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি টক দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। গ্যাস-অম্বল কমাতেও টক দই উপকারী। তবে বাচ্চারা সব সময় টক দই খেতে চায় না। কিন্তু বাচ্চাদেরও টক দই খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

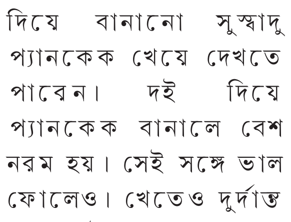

বাড়ন্ত বয়সে টক দই শরীরে পুষ্টির জোগান দেয়। জোর করে না খাইয়ে, বরং টক দই দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন কিছু মজাদার খাবার।

পাস্তা সস- হোয়াইট সসউইথ পাস্তা অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

প্যানকেক- সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

আইসক্রিম- বর্ষায় আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে দোকান থেকে কিনে না খেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। টক দইয়ের সঙ্গে চিনি, মধু অথবা ম্যাপেল সিরাপ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ড্রাই ফ্রুটস এবং বিস্কুটের গুঁড়োও মেশাতে পারেন। মিশ্রটি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। ৪-৫ ঘণ্টা রাখলেই তৈরি আইসক্রিম।

বিপদসীমা অতিক্রম বরাকের জলস্তর, চতুর্থবার বন্যার পদধ্বনী, আতঙ্কিত মানুষ

শিলচর (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : বিপদসীমা অতিক্রম করেছে বরাক নদীর জলস্তর। গতকাল বুধবার রাত থেকে বরাকের জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করছে। ঘণ্টায় ৩ সেন্টিমিটার করে বাড়ছে বরাক নদীর জল।তৃতীয়বার সৃষ্ট বন্যার দুর্ভোগ শেষ হয়নি, এরই মধ্যে বরাক নদীর জলস্তর ফের বৃদ্ধি হওয়ায় চতুর্থবারের মতো বন্যার আশংকায় আতঙ্কিত কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার মানুষ।গত দুদিন ধরে অসম, মেঘালয়, বিশেষ করে মণিপুরে ধারা বৃষ্টিপাতের ফলে হঠাৎ বরাক নদীর জলস্তর বাড়ছে। এতে নদী তীরবর্তী মানুষজন ফের বন্যার আতঙ্কে ভুগছেন। এদিকে বরাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি, তিন জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা জেলা প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথার্থ পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জুন থেকে প্রায় দু সপ্তাহ তৃতীয়বারের বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন এলাকা। বরাক, কুশিয়ারা, সিংলা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীর জলে উপত্যকার অসংখ্য গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। আউশ, মুরালি ধান খেতের পাশাপাশি শাক-সবজির খেত নষ্ট হচ্ছে সব বন্যা কবলিত গ্রামগুলিতে। একই সঙ্গে গৃহপালিত গবাদি পশুকে চরম খাদ্যাভাবে ভুগতে হয়েছে। উপত্যকার নিচু এলাকায় গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

দক্ষিণ জাপানে ৭.১ তীব্রতার ভূমিকম্প, সুনামির সতর্কতা জাবি

টোকিও, ৮ আগস্ট (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো দক্ষিণ জাপান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১। ভূমিকম্পের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাপানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বিকেল ৪.৪২ মিনিট নাগাদ জাপানের মিয়াজাকিতে ৭.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মিয়াজাকি, কোচি, ওইটা, কাগোশিমা এবং এহিমে প্রিফেকচারের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হিউগানাডা সাগরে। পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপ কিউশু এবং শিকোকু প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধির ঝুঁকি রয়েছে এবং মানুষজনকে সমুদ্র উপকূল এবং নদীর তীর থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের দান করা কর্নিয়া অন্য রোগীর চোখে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দান করা কর্নিয়া অন্য রোগীর চোখে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। রাজ্যের চক্ষু চিকিৎসার উৎকর্ষকেন্দ্র রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব থালমোলজিতে দুপুর আড়াইটা নাগাদ এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কে বা কারা পেতে চলেছেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর দান করা দুটি কর্নিয়া? নিয়মমাফিক সেই বিষয়ে গোপনীয়তা রেখেছে আরআইও। তবে কর্নিয়া দুটির মান অত্যন্ত ভালো বলেই জানিয়েছেন আরআইও অধিকর্তা ডাঃ অসীম ঘোষ।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালেই প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ফুসফুসে সমস্যা ছিল বুদ্ধদেবের। শ্বাসকষ্ট জনিত রোগেই ভুগছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবার সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মরণোত্তর দেহদান করেছেন তিনি।

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে জোজি লা সুড়ঙ্গের কাজ : নীতিন গড়করি

শ্রীনগর, ৮ আগস্ট (হি.স.): জোজি লা সুড়ঙ্গের কাজ শেষ হয়ে যাবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রী নীতিন গড়করি। ৬,৮০৯,৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জোজি লা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে। একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে লোকসভায় মন্ত্রী জানিয়েছেন, জোজি লা টানেল প্রকল্পে ১৩.১৫৩ কিলোমিটার একটি টানেল নির্মাণ এবং মোট ১৭.০৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা রয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ৩০.১৮ কিলোমিটার।তিনি জানান, প্রকল্পের মোট ব্যয় হচ্ছে ৬,৮০৯, ৬৯ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ৫২.১৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ ২৯.০৯.২০২৬। এই প্রকল্পের অধীনে অন্ততপক্ষে ১০৪৩ জন কাজ করছেন।

কেজরিওয়ালের হাজতবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ল জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের (জেল হেফাজত) মেয়াদ ফের বাড়ল। কেজরিওয়ালকে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে তিহার জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়ল ইনডং নদীর ওপর তৈরি বাঁশের সাঁকো, সমস্যায় বাসিন্দারা

চালসা, ৮ আগস্ট (হি. স.): বুধবার রাতের প্রবল বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়ল ইনডং নদীর ওপর তৈরি বাঁশের সাঁকো। এর ফলে যাতায়াতের সমস্যায় পড়ল এলাকার বাসিন্দারা। মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোড়া মুচিপাড়া ও বাতাবাড়ি বেনাই পাড়ার মাঝে ইনডং নদীর ওপর গত মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই ওই বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন। সাঁকো তৈরির একদিন পরেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তাতেই ভেঙে যায় সাঁকোটি। ওই সাঁকোর উপর দিয়েই ওই দুই এলাকার বহু মানুষ সহ স্কুল পড়ুয়া যাতায়াত করে। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় এখন এলাকার জনগণকে ঘুর পথে যাতায়াত করতে হবে। পাশাপাশি ওই এলাকায় ইনডং নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদী সংলগ্ন এলাকায় ভাঙনও শুরু হয়েছে। নদীর জল কমলে পুনরায় সেই সাঁকো আবার স্বেচ্ছাশ্রমে বানানো হবে বলে জানান বাসিন্দারা।

বাংলাদেশে কাজে যোগ দিচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা, আতঙ্ক এখনও মুছে যায়নি

ঢাকা, ৮ আগস্ট (হি.স.): পুলিশ কর্মীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশ প্রধান মো. ময়নুল ইসলাম। সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কর্মীদের অনেকেই কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। তবে, আতঙ্ক এখনও মুছে যায়নি, ভয় রয়েছে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে। পুলিশ কর্মীরা যাতে নিরাপদে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং আপামর জনসাধারণ তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দফতর থেকে এই বার্তা জানানো হয়। উল্লেখ্য, পুলিশ কর্মীরা কর্মস্থলে আসার পথে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন এই মর্মে গুজব রটেছিল, অবশ্য অনেক পুলিশ কর্মী সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের মনের কথা তুলেও ধরেছেন। গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে পুলিশ সদর দফতর থেকে।

বাগডোগরা-নকশালবাড়িগামী রেললাইনে গাছ ভেঙে ছিঁড়ে পড়লো ওভারহেড তার, ব্যাহত রেল পরিষেবা

বাগডোগরা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : আচমকাই বাগডোগরা-নকশালবাড়িগামী রেললাইনের উপরে গাছ ভেঙে ছিঁড়ে পড়লো ওভারহেড তার, যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় রেল চলাচল। রেলের ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একটি মোষের।বাগডোগরার গুরুদুয়ারা এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।বাগডোগরা-নকশালবাড়িগামী রেললাইনে আচমকাই একটি গাছ ভেঙে পড়ে। রেলের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় রেল চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ, বাগডোগরা থানা, বাগডোগরা বনদফতর ও দমকল কর্মীরা। বাগডোগরা বনদফতরের কর্মীরা রেললাইন থেকে গাছ সরানোর কাজ শুরু করে। গাছটিকে সরিয়ে বিদ্যুৎ এর তার সরানো হয়।বর্তমানে রেল চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। ঘটনার জেরে ২ ঘন্টা রেল পরিষেবা ব্যহত হয়। এরফলে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাগডোগরা ও নকশালবাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিপর্যস্ত কেরলে ফের শুরু উদ্ধার অভিযান

ওয়ানাড, ৮ আগস্ট (হি.স.): খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধার অভিযান করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার কেরলের কালপেট্টায় বৃহস্পতিবার ফের উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ওয়ানাড বিপর্যয়ের পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে বেশ কয়েকদিন ভারতীয় বায়ু সেনারা তরফ থেকে উদ্ধার অভিযান সম্ভব হচ্ছিল না। এদিন অভিযান পুনরায় শুরু করেছে বায়ু সেনা। গত ৩০ জুলাই ওয়ানাড-সহ কেরলের একাধিক জায়গায় বিপর্যয়ের পর থেকে ৭০০ কেজিরও বেশি ত্রাণসামগ্রী বিমানে করে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এখনও কেউ ধস বিদ্ধস্ত এলাকায় আটকে আছে কিনা খতিয়ে দেখতে এদিন ফের বায়ুসেনার তরফে অভিযান বলে জানা গেছে।

বিরিকদাড়ায় বড় ভূমিধস, ফের বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির বিরিকদাড়ায় রাস্তার বড় একটা অংশ ভেঙে পড়ে ভূমিধসে। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে ফের বন্ধ হয়ে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল। বিপাকে পড়তে হয় এই পথে চলাচলকারীদের।পুলিশের তরফে সমস্ত গাড়িকে গরুবাথান, লাভা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যেভাবে রাস্তার ভাঙন ধরেছে, তাতে মেরামতি বা নতুনভাবে রাস্তা তৈরি কবে হবে, তা অনিশ্চিত। অর্থাৎ দুর্ভোগ থেকে দ্রুত মুক্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।

'আপনি চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন', বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন বুদ্ধদেব। বর্ষীয়ান বাম নেতার মৃত্যুতে শোকাহত অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। শিল্পী বরাবরই বাম মনোভাবাপন্ন বলে পরিচিত। বুদ্ধ বাবুর প্রয়াণে এদিন প্রতিক্রিয়া জানালেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, একটা যুগের অবসান। কমরেড আপনাকে লাল সেলাম। আপনি চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন।" সঙ্গে বিখ্যাত গানের লাইন জুড়ে তিনি পোস্ট করেছেন, " ও আলোর পথযাত্রী, এযে রাত্রি, এখানে থেমোনা।"

ঝাড়গ্রাম জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম জঙ্গলমহল সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির হাত থেকে ওই লোকসভা আসন ছিনিয়ে নিয়েছে শাসকদল। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলের তরফে এই আসনে সাংসদ পাওয়া গেছে। সেই বিচারে ভোটের পর যাচ্ছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ সরকারি কর্মসূচি নিয়েই দু"দিনের সফরে ঝাড়গ্রামের পথে। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে রাত্রি যাপন করবেন। সেখানে শুক্রবার ঝাড়গ্রামের স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের তরফে 'বিশ্ব আদিবাসী দিবসে'র মূল অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই নতুন জেলা ঝাড়গ্রামের উন্নয়নে এই জন্য ৩০০ কোটি টাকা প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। সেই সঙ্গেও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস কর্মসূচিও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্য সচিবালয় নবান্নের সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে ১২০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করা হবে ১৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অনান্য জেলার জন্যও প্রায় ১০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। সড়কপথেই যাবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে হেলিকপ্টারে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় আকাশপথে যাত্রা বাতিল।

সরল জীবনযাপন ও উঁচু চিন্তাভাবনার জন্য পরিচিত ছিলেন বুদ্ধদেব : রাজ্যপাল

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। শোকবার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, সরল জীবনযাপন ও উঁচু চিন্তাভাবনার জন্য পরিচিত ছিলেন বুদ্ধদেব। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নম্র রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কের ব্র্যান্ডের অন্তর্গত। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি নিজের সরল জীবনযাপন এবং উঁচু চিন্তার জন্য পরিচিত। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তিনি মডেল হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণ মানবতার, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের জন্য একটি বড় ক্ষতি।'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে রাজ্যে পূর্ণদিবস সরকারি ছুটির ঘোষণা

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): পাম অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে জীবনাবসান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। আশি বছর বয়সে প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে রাজ্যে পূর্ণদিবস সরকারি ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক জগৎ। শোকবার্তা জানিয়েছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী---সহ রাজনৈতিক মহলের অনেকেই। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি রাজ্য সরকার পোষিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বৃহস্পতিবার।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) ; জীবনাবসান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শোকবার্তায় জানিয়েছেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের ভালবাসা এবং সম্মান পেয়েছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাপন, উচ্চ মার্গের ভাবনা চিন্তা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ মানুষকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল। উল্লেখ্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজনৈতিক মহলের অনেকেই। বুদ্ধবাবুর প্রয়ানে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক জগৎ।

এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় থাকবেন', বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিয়ে স্মৃতিচারণ কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন বুদ্ধদেব। বর্ষীয়ান বাম নেতার মৃত্যুতে শোকাহত মমতা ব্যানার্জি বৃহস্পতিবার রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধ বাবুর প্রয়াণে প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল নেতা তথা সাংবাদিক কুণাল ঘোষ।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে এদিন লেখেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াত। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যে স্নেহ, সহযোগিতা পেয়েছি, তা ভরা থাকবে স্মৃতিসুধায়। সঠিক ভাবনা, ভুল পদ্ধতির এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় থাকবেন তিনি। প্রণাম তাঁকে। আন্তরিক সমবেদনা পরিবারকে।

বুদ্ধদেবের দেহ থাকবে আলিমুদ্দিনে, আগামীকাল শেষযাত্রা : মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকাল ৮.২০ মিনিট নাগাদ পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শুক্রবার শেষযাত্রা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, "আজ আমরা তাঁর দেহ সংরক্ষণ করা হবে। বৌদির সঙ্গে কথা হয়েছে, দলের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত। এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকবেন। আশপাশের প্রতিবেশীরা, আত্মীয়রা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাবেন। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এখান থেকে নিয়ে গিয়ে দেহ সংরক্ষণ করা হবে। দিল্লি থেকে অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকে আসবেন, তাঁদের জন্যই দেহ আমাদের সংরক্ষিত রাখতে হবে। যে দফতর থেকে তিনি কাজ করেছেন, অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত, সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপরও কিছু সাধারণ কাজ রয়েছে। কাল বিকাল চারটে নাগাদ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে শেষ যাত্রা হবে। দেহ দান করা ছিল, আমরা যোগাযোগ করছি। তাঁর শেষ ইচ্ছামতো, দেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য দান করা হবে।"বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা বেজে ২০ মিনিটে তাঁর পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই খবর পাওয়ার পরেই সেখানে পৌঁছন সেলিম। দৃশ্যতই ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। সেলিম বলেন, 'জীবন যুদ্ধ লড়ছিলেন। চিকিৎসকেরাও চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।'

ঝাড়খণ্ডে আবারও ইন্ডি জোটই সরকার গড়বে: মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। ঝাড়খণ্ডের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পরে খাড়গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বৈঠকের ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে লেখেন, আজ ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতাদের সাথে বৈঠক হয়, সেখানে আলোচনা হয়েছে যে আসন্ন ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে আমরা আরও বেশি করে জনগণের কাছে যাব এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করব। রাজ্যে আবারও ইন্ডি জোটেরই সরকার গঠন হবে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের জল, জমি, বনাঞ্চল এবং জনজাতিদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

কেজরিওয়ালের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ উদ্ধবের, নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি সফরে এসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং তাঁর ছেলে আদিত্য ঠাকরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল এবং তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংও উপস্থিত ছিলেন।সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং তাঁর ছেলে আদিত্য ঠাকরে, রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বৃহস্পতিবার সুনীতা কেজরিওয়াল এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে, ভারতীয় বিচার বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, তাঁর মুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধবজি সুনীতা কেজরিওয়াল ও তাঁর পরিবারকে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।'

বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন বুদ্ধদেব, শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে শোকবার্তা দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকাহত। উনি একজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। যিনি একাগ্র ভাবে তাঁর রাজ্যের মানুষের সেবা করেছেন। ওঁর পরিবার এবং সমর্থকদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।" উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বুদ্ধদেবকে দু'বছর আগেই পদ্মভূষণ সম্মান দিতে চেয়েছিল মোদী সরকার। যদিও অসুস্থ বুদ্ধ সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বুদ্ধদেবকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন মমতার, রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন বুদ্ধদেব। বর্ষীয়ান বাম নেতার মৃত্যুতে শোকাহত মমতা বৃহস্পতিবার রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধদেবকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষশ্রদ্ধা জানানোর পর মমতা বলেন, "আজ সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছি। আগামিকাল রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে আমরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চাই। তিনি দীর্ঘ দিন বিধানসভার জনপ্রতিনিধি ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, একাধিক দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু রাজ্যের পক্ষে বড় ক্ষতি।" মমতা আরও বলেন, "বুদ্ধদেব যত বার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন, এটা আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি ছিল। তাঁর মৃত্যুর বয়স হয়তো এখনও হয়নি। কিন্তু তাঁর শারীরিক সমস্যা ছিল, শ্বাসকষ্ট হত। আমি তাঁর পরিবারের সকলকে, সিপিএম তথা বামফ্রন্টের প্রত্যেককে এবং আমাদের প্রত্যেক সহনাগরিককে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমার মনে আছে যেদিন সিঙ্গুর আন্দোলনের পরে গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর উপস্থিতিতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

ভোট প্রস্তুতি শুরু জম্মু ও কাশ্মীরে, অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি একাধিক রাজনৈতিক দলের

শ্রীনগর, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা শ্রীনগরের এসকেআইসিসি-তে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরে অবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, সেই দলগুলির মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি, বিজেপি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও ডঃ সুখবীর সিং সান্ধুর নেতৃত্বে ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়। প্রাদেশিক সভাপতি নাসির আসলাম ওয়ানির নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-এর পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে এবং অবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচনের দাবি জানায়।

ভিনেশ ইস্যুতে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট বিরোধীদের, সমালোচনায় সরব ধনখড়

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক থেকে ভিনেশ ফোগাট ছিটকে যাওয়া ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। রাজ্যসভা থেকে বিরোধীরা ওয়াকআউট করেন। বিরোধীদের এই ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা (বিরোধীরা) মনে করেন, তাঁরাই একমাত্র যাদের হৃদয় কাঁদছে..মেয়েটির জন্য সমগ্র দেশ বেদনার্ত। সবাই নিজেদের মনের কথা ভাগ করে নিচ্ছেন, এটাকে নিয়ে রাজনীতি করা, মেয়েটির প্রতি সবচেয়ে বড় অসম্মান। মেয়েটিকে অনেক দূর যেতে হবে।'রাজ্যসভায় হৈ—হট্টগোলের জন্য এর আগে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়ানের তীব্র সমালোচনা করেন। ডেরেকের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেছেন, 'আপনি চেয়ারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছেন। আমি এই আচরণের নিন্দা জানাই। কেউ কি এমন ধরনের আচরণ করতে পারে?

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮.৫৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম একই রয়েছে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার প্রাথমিক বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.২২ ডলার বা ০.২৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৫৫- এ ঘোরাফেরা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৫.৫৪ ডলারে লেনদেন করছে, দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ০.৩০ শতাংশ বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দেশে পাঠানো হচ্ছে মহিলা কুস্তিগির অন্তিমকে

প্যারিস, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতের কুস্তিতে বিতর্ক বাড়ছে। ভিনেশ ফোগাটের পর অন্তিম পাঙ্ঘাল। নিজের বিভাগে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পরে তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ। তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। অভিযোগ হল, অন্তিম হারের পরে গেমস ভিলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর তাঁর পরিচয়পত্র ব্যবহার করে গেমস ভিলেজে ঢুকতে গিয়ে আটক হয়েছেন অন্তিমের বোন। এরপরই অন্তিমের পরিচয়পত্র কেড়ে নিয়ে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, বুধবার মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন অন্তিম। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ০-১০ পয়েন্টে তুরস্কের জেনেপ ইয়েটগিলের কাছে হেরে বাদ যান তিনি। তার পরে আর গেমস ভিলেজে ফেরেননি অন্তিম এবং সন্ধ্যায় অনুশীলনেও নামেননি তিনি।

বুদ্ধদেবের প্রয়াণে

● প্রথম পাতার পর

শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জীবনাবসানে 'আমি শোকাহত ও মর্মাহত'। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধবাবু। এই কঠিন সময়ে আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

তাঁর প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

তিনি আরও বলেন, যুব আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনসহ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও পর্যায়ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সমগ্র দেশের সামনে বিকল্পের দিশা দেখাতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন। সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর উপস্থিতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল। তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট তথা বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের অবসান হলো। একটি শূন্যতা তৈরি হল।

তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট তথা বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্মিলিত আন্দোলন সংগ্রামের ধারায় এই শূন্যতা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন বলেই দৃঢ় বিশ্বাস। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতি স্মরণীয় এবং অমলিন থাকবে।

এদিকে প্রাক্তন যুব আন্দোলনের নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনে ডিওয়াইএফআই - এর উদ্যোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। নেতৃত্বরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মেলারমাঠস্থিত সিপিএম রাজ্য কার্যালয়েও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ বাম নেতৃত্বরা। সেখানেও প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতৃত্বরা।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

প্রদানের জন্য বিজেপি কর্মীরা স্থানীয় সকল ভোটারদের উৎসাহিত করেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা রাজ্যে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে গভীর শোক এবং ওনার পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ফিরিয়ে আনল বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

সন্ধ্যায় বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এস প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাসের কাছে অফকন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডে কর্মরত শ্রমিকরা ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কারণে কোম্পানির শ্রমিকরা বাংলাদেশের রামরেইলে তাদের ক্যাম্পে আটকা পড়েছিলেন। সাথে সাথে বিএসএফ ও বিজিবির নোডাল অফিসার সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছিল। একটি সুপরিকল্পিত অভিযানে বিএসএফ এবং বিজিবি সমন্বিতভাবে কাজ করে। তারপর বিজিবি বেসরকারি সংসার ১৭ জন কর্মীকে সহায়তা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আইসিপি পর্যন্ত তাদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। তারপরে তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করার পূর্বে গভীর রাতে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন অনুমতিক্রমে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

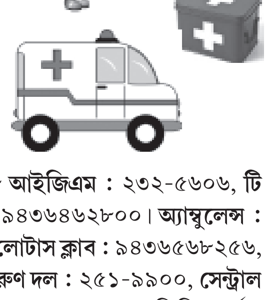

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিলিগুড়িতে সাইকেল চুরি চক্রের দুজনকে গ্রেফতার করে উদ্ধার আরও ৮টি সাইকেল

শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : সাইকেল চুরি চক্রের দুজনকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে আরও ৮টি দামি সাইকেল উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জলপাইমোড়ের কাছে অভিযান চালিয়ে মহম্মদ মোজাবেল এবং সুজিত দাস নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে সাতটি সাইকেল উদ্ধার হয়। ধৃতদের আদালতে তুলে মহম্মদ মোজাবেলকে পুলিশ হেফাজতে নেয় পুলিশ। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশকিছু তথ্য সামনে আসে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আরও আটটি দামী সাইকেল উদ্ধার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে সাইকেলগুলিকে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম পাঁচ

বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট(হি.স.) : মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে জখম হলেন পাঁচ জন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম হয়েছেন ডিভিসির সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) বিজয় মন্ডল, ২ জন বার্ষিক মেইনটেনেন্স ঠিকা শ্রমিক বড়জোড়ার বাসিন্দা কমল গোস্বামী ও বাঁকুড়ার সুখেন বাউরি এবং ২ জন সাপ্লাই লেবার রাহুল দাস ও ঈশ্বর দে। এদের বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানার ঘনশ্যামপুর। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের পাওয়ার হাউসের দোতলার ৬.৬ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাদের এমটিপিএস হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ জনকেই দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকল্পের ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে প্রণব কর্মকার ও উজ্জ্বল ঢাং বলেন, গত ১ আগস্ট থেকে ওভার ওয়েলিং এর জন্য ২ নম্বর ইউনিট শাট ডাউন নেওয়া হয়েছে। তারই সংস্কারের কাজ চলছিল। ডিভিসির ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকা কর্মীদের নির্দেশ দেন ওই এলাকার ব্রেকার থেকে যে কেবল লাইন বেরিয়েছে তাতে যে কার্বন ও নানা রকম নোংরা জমে আছে তা পরিষ্কার করার। তাদের সঙ্গে ডিভিসির এক ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। ইউনিট শাট ডাউন আছে নিশ্চিত জেনে কাজ হচ্ছিল। ব্রেকার ডাউন করতেই বিস্ফোরণ হয়। তাতেই ৫ জন ঝলসে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইউনিট শাট ডাউন থাকা মানে তাতে বিদ্যুৎ সরবরহ বন্ধ। গত ৪৮ ঘন্টা ধরে সেখানে কাজ হচ্ছে অথচ এদিন কী করে ২০০০ এমপিআর ব্রেকারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়ে গেল? এর জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন তিনি। ডিভিসির স্থায়ী শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি নেতা অরিন্দম ব্যানার্জি, সিটু নেতা সুমন গোস্বামী ও স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন নেতা বিদ্যুৎ কর্মকার বলেন, ডিভিসিতে দীর্ঘদিন কর্মী নিয়োগ বন্ধ। প্রায় সমস্ত দক্ষ কর্মী অবসর নিয়েছেন। ফলে ঠিকা শ্রমিকদের উপর ভরসা করেই কারখানা চালাতে হচ্ছে। আমরা টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছি বহুদিন থেকে। কিন্তু তা কার্যকর করা হচ্ছে না। এবিষয়ে ডিভিসির কর্তারা নিশ্চুপ।

ডিমা হাসাওয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর নিযুত মইনা প্রকল্প'-এর উদ্বোধন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতার

হাফলং (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রীদের জন্য সুখবর। একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নকারী ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার এক বিশেষ প্রকল্প শুরু করেছে।রাজ্য সরকারের অভিলাষী প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রীর নিযুত মইনা প্রকল্প' আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায় শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, পারিষ রূপালি লাংথাসা, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস এবং হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সর্বজিৎ থাওসেনের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

প্রকল্পের অধীনে চলতি বছর থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মাসে ১ হাজার টাকা করে ১০ মাসে দশ হাজার টাকা লাভ করবেন। তাছাড়া স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী মাসে ১,২৫০ টাকা করে মাসে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে এবং স্নাতকোত্তরের ছাত্রীরা মাসে ১,৫০০ টাকা করে দস বছরে মোট ১৫ হাজার টাকা লাভ করবেন।

উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ রোধের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য কন্যা শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে এই প্রকল্প আজ গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রাজ্যের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে জাতীয়তা-বিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পশ্চিমবঙ্গের এক রাজস্ব সহকারী কমিশনারের বিরুদ্ধে ওপরমহলে নির্দিষ্ট অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডাঃ মনোজ পন্থ (আইএএস) এবং সচিব ডঃ সুদীপ কুমার সিনহাকে (আইএএস)উদ্দেশ করে শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ করেছেন। লিখেছেন, "দয়া করেআপনার বিভাগের রাজস্ব সহকারী কমিশনার রুহুল আমিনের লেখা মতামতগুলি নোট করুন। তিনি বাংলাদেশে 'ভারতপন্থী সরকার' চান না।দয়া করে এই ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ করুন। যদি তিনি সামাজিক মাধ্যমে এই জাতীয় মতামত প্রকাশ করে থাকেন তবে জাতীয়তা বিরোধী অনুভূতি পোষণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।" রুহুল আমিনের ফেসবুক পোস্টও এক্স হ্যান্ডলে যুক্ত করে দিয়েছেন শুভেন্দুবাবু।

গণতন্ত্র পদদলিত ঃ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কিছুটা শান্তিপূর্ণভাবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও রাজ্যের বাকি জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে এই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। পোলিং এজেন্ট মারধোর করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের বিধায়ক এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে লক্ষ্য করা গেছে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিতে। বারবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও বিরোধী ভোটারদের এবং কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান করতে সাহায্য পায়নি কংগ্রেস দল। গতকাল থেকেই বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের চিহ্নিত করে হামলা-হুজ্জতি এবং প্রাণনাশের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের বাইরে শাসক দলের কর্মীরা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দান করেন। পাশাপাশি পোলিং এজেন্টদেরও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

পঞ্চায়েত ভোট শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

দিতে থাকেন একাংশ শাসক দলীয় কর্মকর্তারা।

তাদের দাবী ভোট শুরু হয়নি নির্ধারিত সময়ে তাই নির্ধারিত সময়ের পরও ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক ভোটারদেরকে। এনিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং একাংশ শাসক দলীয় লোকজনের মধ্যে মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়ায় ভোট কেন্দ্রে। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে ভোটকেন্দ্রে ছুটে যান পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। তবে ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই।

রাজ্যে সকাল ৭ টা থেকে ত্রিস্তরিয় পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু হয়। উদয়পুর ও কাকড়াবনের ৫ থেকে ৬ টি বুথে পরিদর্শন করেছেন ডিআইজি রমেশ রেড্ডি। যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সরজমিনে এই পরিদর্শন জানান ডি আই জি রমেশ রেড্ডি।

তিনি বলেন, পোলিং এজেন্ট থেকে সাধারণ ভোটার সবার সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে শান্তিপুর্ন ভাবে ভোট হচ্ছে উদয়পুর ও কাকড়াবনে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনি।

গোটা রাজ্যের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তেলিয়ামুড়াতেও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহন হয়েছে। এদিন সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গণতন্ত্রের এই মহৎ উৎসবে নিজেদের মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী রায় সাহা।

তিনি বলেন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত ভোটদান করছেন। তেলিয়ামুড়ার কোথাও কোন বিশৃঙ্খলার সংবাদ নেই। বাকি নির্দল প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এভাবে ভোটে জয়লাভ করা খুবই কঠিন। তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই বিজেপির জয় নিশ্চিত।

দু চারটে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক এলাকায় বৃহস্পতিবার নির্বিঘ্নেই সাঙ্গ হলো ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। শেষ পাওয়া খবরে ৭৫ শতাংশ ভোট পড়েছে সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকায়। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সমগ্র ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম পঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনের জন্য ভোটগ্রহন। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের সাথে এদিন ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক এলাকার পাবিয়াছড়া এবং ফটিকরায় বিধানসভা এলাকায়ও অনুষ্ঠিত হলো ভোটগ্রহন। নির্ধারিত সময় সকাল সাতটা থেকেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহন শুরু হলেও কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোট প্রস্তুতি জনিত ত্রুটিতে খানিকটা দেরিতে ভোট শুরু করতে হয়েছে। তবে সকাল থেকেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে লাইন দিতে দেখাগেছে নবীন থেকে প্রবীন ভোটার সহ বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদেরকেও। এদিন মোট ১০০ টি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারে নিজেদের মতদান করেন ভোটাররা। ভোটকে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এদিন জোরদার করা হয়েছিলো নিরাপত্তা ব্যাবস্থা। এর মাঝেই কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবরও সামনে উঠে আসে। যদিও কুমারঘাটের রিটার্নিং অফিসার ডঃ সুদীপ ভৌমিক জানান শান্তিপূর্নভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটগ্রহন। রাত আটটা পর্যন্ত কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ৭৫ শতাংশ ভোট পরেছে সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকায়।

পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ফটিকরায় বিধানসভার একটি ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনী এবং একাংশ শাসক দলীয় কার্যকর্তার মধ্যে ঘটলো সংঘর্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামাতে হলো অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী।ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক এলাকার পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে বৃহস্পতিবার শেষ পর্যায়ে উত্তেজনা ছড়ালো ফটিকরায় বিধানসভাধীন গকুলনগর স্কুলের ভোট কেন্দ্রে। ভোটের নির্ধারিত সময়ের পর ভোটকেন্দ্রে থাকা কয়েকজন ভোটারদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর বাঁধাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় গকুলনগর স্কুলের ভোট কেন্দ্রে। স্থানীয় শাসক দলীয় কর্মকর্তাদের অভিযোগ ভোটকেন্দ্রের ভেতর থাকা কয়েকজন ভোটারদের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় প্রথমে বাঁধা দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। পরে জনাকয়েক দলীয় কার্যকর্তারা প্রথমে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অনুরোধ করায় তাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর এক কর্মী শারিরিকভাবে নিগৃহীত করে বলে অভিযোগ। তখনই কার্যকর্তারা এর প্রতিবাদ জানালে তাদের দিকে জনৈক টিএসআর জাওয়ান বন্দুকের নল উচিয়ে তেড়ে আসে এবং তাদর সাথে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ভোট কেন্দ্রের ভেতর পাল্টা হুঙ্কার দিতে থাকেন একাংশ শাসক দলীয় কর্মকর্তারা। তাদের দাবী ভোট শুরু হয়নি নির্ধারিত সময়ে তাই নির্ধারিত সময়ের পরও ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক ভোটারদেরকে। এনিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং একাংশ শাসক দলীয় লোকজনের মধ্যে মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়ায় ভোট কেন্দ্রে। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে ভোটকেন্দ্রে ছুটে যান পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। তবে ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তাক্ত হতে হলো স্বতন্ত্র (নির্দল) প্রার্থীকে। অভিযোগ শাসক দলীয় বিজেপির কর্মীদের দিকে। ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের অন্তর্গত নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই এবং তিন নং ওয়ার্ডের সুভাষ কলোনি জেবি স্কুল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। নেতাজি সুভাষ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়টি ওয়ার্ডের মধ্যে সাতটি ওয়ার্ড বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেন।বাকি দুইটি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র (নির্দল) প্রার্থী থাকাতে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল সাতটা থেকে। শাসক দল এখানে দুটি ওয়ার্ডেই জিততে মরিয়া নির্দল প্রার্থী। অভিযোগ করেন শাসকদল ভোটারদের বাধা প্রদান করছে। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় অপ্রীতিকর ঘটনা। অভিযোগ শাসক বিজেপি দলের কর্মীদের হাতে মার খেতে হল স্বতন্ত্র (নির্দল) প্রার্থীকে।সাথে সাথেই আহত প্রার্থীকে নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। এর ফলে সাথে সাথেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা পঞ্চায়েত এলাকা। খবর পেয়ে ছুটে যান জেলাশাসক স্মিতা মল এম এস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, ভিডিও কাবেরী নাথ সহ বিশাল পুলিশ এবং টিএস আর বাহিনী।

নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছে বিজেপি ঃ সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসন এর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

তিনি আর বলেন, ৭০শতাংশেরও বেশি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। যে কয়েকটি আসনে নির্বাচন হয়েছে তা নিয়েও যথেষ্ট চিন্তায় বিজেপি। সে কারণেই সেখানেও হামলা হুজ্জতি সহ পোলিং এজেন্টদের মারধর, ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি ভোটাররা কাকে ভোট দান করছেন সেই ছবি তুলে এনে দেখানোর জন্য হুমকি দিয়েছে বিজেপি কর্মীরা, এমনই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ ও তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। বিরোধী এবং নির্দল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এছাড়াও জিরানিয়া, বামুটিয়া, মেখলিপাড়া সহ একাধিক জায়গায় ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।ঋষ্যমুখ ব্লকেও একইভাবে ভোটারদের বাধাদান করা হয়েছে। পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় ভোটের একটি ঐতিহ্য ছিল। উৎসবের মেজাজে এখানে ভোট হতো। কিন্তু বর্তমানে সেটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাশাপাশি যেসব জায়গায় ভোটে হামলা হুজ্জতি সহ ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে সেসব এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।পাশাপাশি বাংলাদেশের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি রাজ্যবাসীকে আহবান করেন, পার্শবর্তী দেশে যে পরিস্থিতি হয়েছে তা নিয়ে আবেগ, উৎকণ্ঠা রয়েছে রাজ্যসহ দেশবাসীর। সেটা স্বাভাবিক। তবে পার্শবর্তী দেশের বিষয় নিয়ে রাজ্য যেন কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি অথবা বিষয়গুলিকে অতিরঞ্জিত করে রাজ্যের কাছে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা না করা হয়, তার আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী।

শপথ নিলেন ড. ইউনুস

● প্রথম পাতার পর

তালিকা প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রধান উপদেষ্টা : ড় মুহাম্মদ ইউনূস , উপদেষ্টা: সালেহ উদ্দিন আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, ড় আসিফ নজরুল, হাসান আরিফ, তৌহিদ হোসেন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন মুরশিদ, ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক), আদিলুর রহমান খান, সুপ্রদীপ চাকমা, ফরিদা আখতার, বিধান রঞ্জন রায়, আ.ফ.ম খালিদ হাসান, নুরজাহান বেগম, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

এর আগে দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ইউনূসকে বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে এসে সাংবাদিকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান তিনি। তিনি বলেন, সারা বাংলাদেশ একটা বড় পরিবার। এই পরিবারে আমরা একসঙ্গে চলতে চাই। আমাদের সঙ্গে দ্বিধাদ্বন্দ্ব যা আছে সরিয়ে ফেলতে চাই। যারা বিপথে গেছে তাদের পথে আনতে চাই। যাতে করে একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশে ড় মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ৯ টার দিকে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শপথ নেন। তবে, তাঁদের মধ্যে তিনজন দেশের বাইরে থাকায় আজ তাঁরা শপথ নেননি। দেশে ফেরার পর তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। কিন্তু, তাঁদের নিযুক্তি হয়ে গেছে। শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা অংশ নিয়েছেন। জানা যায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ড় মুহাম্মদ ইউনূস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় থাকবেন। তার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা। ভেতরে আসবাবপত্র নতুনভাবে বসানো হচ্ছে।

সংবর্ধনা ১০ই

● প্রথম পাতার পর

শপথ গ্রহণ করেছেন জিষ্ণু দেববর্মা। আট আগস্ট রাজ্যে ফিরে এসেছেন তিনি।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি সাব্রুমের মৈত্রী সেতু এবং আগরতলা- আখাউড়া স্থল সংযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশের অর্নবতী সরকার গঠিত হবে। এই সরকারের পলিসি কি হবে তা জানা নেই। ভারত কখনো বৈদেশিক শক্তির সাথে নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে কাজ করে নি। তাই সাব্রুমের মৈত্রী সেতু উদ্বোধন, আগরতলা- আখাউড়া রেল সংযোগ এবং আগরতলা-চিটাগাং রুটে বিমান পরিষেবা কাঙ্খিত প্রকল্প। আপাতত দৃষ্টি ওই সমস্ত প্রকল্প থমকে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এক যুগের অবসান

● প্রথম পাতার পর

কলেজজীবনে রাজনীতিতে যোগদান করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল খাদ্য আন্দোলনের সাথে সাথে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন। তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক হন যা পরবর্তী কালে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৭ সালে তিনি কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন কিন্তু ১৯৮২ সালে কংগ্রেসের প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ এর কাছে ৭৮২ ভোট পরাজিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি তার নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন করে যাদবপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওই কেন্দ্র থেকে তিনি টানা ৫ বার জয়ী হন। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি এই কেন্দ্র থেকেই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মণীশ গুপ্তের কাছে পরাজিত হন। তিনি সি. পি. আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, সি. পি. আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সি. পি. আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭-৮২ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভায় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই বিভাগ পরে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নামে পরিচিত হয়

১৯৮৭-৯৬ : ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, স্থানীয় শাসন, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

১৯৯১-৯৩ : ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পুর ও নগর উন্নয়ন বিভাগ (অগ্নি নির্বাপণ পরিষেবা বাদে)

১৯৯৪ : ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

১৯৯৬ : ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ

১৯৯৯ : উপ-মুখ্যমন্ত্রী

নভেম্বর ৬, ২০০০ : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন

মে ১৮, ২০০১ : ত্রয়োদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন

মে ১৮, ২০০৬ : চতুর্দশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন

মে ১৯, ২০১১ : পঞ্চদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করেন

২০২২ সালে তিনি পদ্মভূষণ লাভ করলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন।

খাস কলকাতায় জোড়া দুর্ঘটনা বেপরোয়া গতির বলি যুবক

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): কলকাতায় জোড়া দুর্ঘটনা। টালিগঞ্জ রেলব্রিজের কাছে পথের বলি স্কুটার চালক। এদিকে, পাটুলিতে রাস্তা পেরনোর সময় জখম হয়েছেন এক পথচারী।বুধবার সকালে পাটুলি এলাকায় রাস্তা পরনোর সময় বাইকের ধাক্কায় জখম পথচারী। বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন মহিলা। তাঁর মাথা ও পায়ে চোট লাগে। অভিযুক্ত চালকক আটক করে পুলিশ।

এর আগে, মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল একটি স্কুটার। বেপরোয়া গতিতে আসা স্কুটারটি ধাক্কা দেয় গার্ডরেলে। চালক ছিটকে পড়েন রাস্তায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, মৃতের নাম কৃষ্ণেন্দু দাস।

ভিনেশের বদলে ৫৩ কেজি বিভাগে সুযোগ পেয়ে হতাশ করলেন অন্তিম পাঙ্ঘাল

প্যারিস, ৮ আগস্ট (হি.স.): আশা ছিল ভিনেশের জায়গায় সুযোগ পেয়ে কিছুটা আশার আলো দেখাবেন অলিম্পিকের চতুর্থ বাছাই তরুণী কুস্তিগির অন্তিম। কিন্তু তিনি দারুন ভাবে হতাশ করলেন। ৫৩ কেজি বিভাগের ফ্রি স্টাইল ইভেন্টের প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের জেনেপ ইয়েটগিলের কাছে ধরাশায়ী হলেন অন্তিম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ১০-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে টেকনিক্যাল সুপেরিয়রিটির ভিত্তিতে জয়ী ঘোষণা করা হল তুরস্কের রেসলারকে। প্রথম পর্বে খুবই লজ্জার হার হল অন্তিমের। তবে অন্তিমের পদক জয়ের সুযোগ এখনও আছে। যদি ইয়েটগিল ফাইনালে ওঠেন, তাহলে রেপাচাজে ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ পেতে পারেন অন্তিম পাঙ্ঘাল।

াঙ্গন

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং টিএনজিসিএল এর মধ্যে। ঘটা করে লটারির মাধ্যমে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। ক্রিকেট মরশুম শুরু হতে না হতেই কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। উদ্যোক্তা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। আগামী ১০ ও ১১ আগস্ট আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজকদের তরফ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয় এবং ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়।

প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কারের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দল এবং টুর্নামেন্ট সেরা ব্যাটসম্যান ও সেরা বোলার সহ অন্যান্য পুরস্কারও প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক , কোষাধ্যক্ষ, প্রতিটি সাব কমিটির কনভেনার সহ প্রত্যেক সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। লটারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সব কটি দলের টিম ম্যানেজার, অধিনায়ক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচনও করা হয়। টুর্নামেন্ট সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকল প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। সম্পাদক অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

অলিম্পিকে ডোপিংয়ের অভিযোগে এবার নিষিদ্ধ হলেন গ্রিক অ্যাথলিট পোল ভল্টার

প্যারিস, ৮ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে ডোপিং চলছে। ডোপিংয়ের অভিযোগে এই নিয়ে অভিযুক্ত হলেন অলিম্পিকের চার জন অ্যাথলিট। এবার ডোপিংয়ের অভিযোগে নিষিদ্ধ হলেন গ্রিক অ্যাথলিট পোল ভল্টার এলিনি-ক্লদিয়া পোলাক। পরীক্ষায় নিষিদ্ধ বস্তুর নমুনা পাওয়ায় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছেন তিনি। অলিম্পিকের ডোপিংয়ের কারণে নিষিদ্ধ চতুর্থ ক্রীড়াবিদ পোলাক। পোলাকের আগে নমুনা পরীক্ষায় অননুমোদিত উপাদান পাওয়া গিয়েছিল ইরাকি জুডোকা সাজ্জাদ শেহেন, আফগান জুডোকা শামিম ফাইজাদ এবং আফ্রিকান গেমসের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নাইজেরিয়ার সিন্থিয়া ওগুনসেমিলোরেব। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, পোলাকের ডোপ পরীক্ষায় অননুমোদিত বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।সাময়িকভাবে তিনি নিষিদ্ধ হয়েছেন।

টিটিএএডিসি ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে যোগা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: বৃহস্পতিবার টিটিএএডিসি ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জুডো হলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যোগা অনুষ্ঠিত হয়।

মাঙ্গলিক প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন তথ্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা।

উদ্বোধকের ভাষণে তথ্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা বলেন শারিরিক পরিকাঠামো মজবুত রাখার ক্ষেত্রে যোগার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুমপুই একাডেমীর প্রিন্সিপাল হেবল কলই, সাসা একাডেমীর প্নিপাল সুকুমার দেববর্মা প্রমুখ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট শুরু ২৪শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। তিন দিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেরও আয়োজন করা হবে। প্রতিবছরের মতো এবারও সাড়া জাগানো এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে যাচ্ছে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। আগামী ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হবে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফাইভ এ সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। তিন দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে বিশাল অংকের প্রাইজমানিও। ২৪ আগস্ট এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ২৬ আগস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকল ক্লাব সংস্থা সংগঠনকে টুর্নামেন্টে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এন্টি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

টোকিওর রুপো জয়ী চানুও ব্যর্থ, শেষ করলেন চতুর্থ স্থানে

প্যারিস, ৮ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে আবারও একটা ব্যর্থতা। যার হাত ধরে একটি পদক আসার সম্ভাবনা ছিল সেই টোকিওর রুপো জয়ী মিরাবাই চানু পদক আনতে পারলেন না অলিম্পিক থেকে। তিনি শেষ করেছেন চতুর্থ স্থানে। দুই রাউন্ড মিলিয়ে টোকিওর রুপো জয়ী চানু মোট ১৯৯ কেজি ওজন তোলেন।

মাত্র এক কেজির জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল ব্রোঞ্জ। স্ন্যাচ রাউন্ডের শেষে তৃতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক রাউন্ডের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পরেও ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ চেষ্টায় চানু ১১৪ কেজি তুলতে পারেননি। আবার তীরে এসে হতাশায় নিমজ্জিত হলেন চানু এবং ভারতবাসী।

বিশালগড়ের জুনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড় ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত জুনিয়র অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে দ্য বাউন্ডলেস ক্রিকেট ক্রিয়েশন এবং সিপাহী জেলা ক্রিকেট টিম পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। পরবর্তী ম্যাচ এগারো আগস্ট অফিস টিলা ক্রিকেট টিম খেলবে বিশালগড় ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে। উল্লেখ্য, গত ৬ আগস্ট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে দ্য বাউন্ডলেস ক্রিকেট ক্রিয়েশন টিম দারুণ খেলে বিশালগড় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে পরাজিত করেছে।

অলিম্পিক্স হকিতে স্পেনকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ ভারতের

প্যারিস, ৮ আগস্ট (হি.স.):টোকিও অলিম্পিকের পর প্যারিস অলিম্পিক্স থেকেও এল ব্রোঞ্জ। হরমনপ্রীতরা বৃহস্পতিবার স্পেনের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন। এ বারের অলিম্পিক্সে চতুর্থ পদক জিতল ভারত।হরমনপ্রীত করেছেন জোড়া গোল।প্রথম কোয়ার্টারে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্পেন। ১৮ মিনিটের মাথায় অধিনায়ক মার্ক মিরালেস গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। তার থেকে গোল করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংহ।তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতকে এগিয়ে দেয় অধিনায়ক হরমনপ্রীতই। এই গোলই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল।এবারের অলিম্পিকে চতুর্থ পদক জয়ের পর শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, 'অলিম্পিক্সে ভারতের হকি দল ব্রোঞ্জ নিয়ে এল। শুভেচ্ছা সকলকে। এই পদক জয় আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে।”

বৃহস্পতিবার টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের ৪৩ তম জন্মদিন

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): আজকের দিনে সুইজারল্যান্ড-এর বাজেলে জন্মগ্রহণ করেন রজার ফেডেরার। বৃহস্পতিবার তাঁর ৪৩তম জন্মদিন। কনর্সের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০৩টি এটিপি একক শিরোপা জিতেছেন তিনি। যাঁর ২০টি গ্র্যান্ড স্লাম। এর মধ্যে আটটি শিরোপা পেয়েছেন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টেনিস আসর উইমবলডন থেকে। একটা সময় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা বিজয়ী। পরে তার রেকর্ড ভেঙে দেন রাফায়েল নাদাল।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
TRIPURA UNIVERSITY
(কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় / A Central University), ত্রিপুরা (প.)/ Tripura (W), পিন / PIN - 799022

No.F.TU/REG/App.GF/4/2022(Vol-IV) WALK-IN-INTERVIEW Date: 06.08.2024

'Walk-in-interview for engagement of 2 (two) Nos. of Guest Faculties in the Dept. of Bengali will be held on 20th August, 2024 at 11:30 hours in the Council Hall, Administrative Building, Tripura University. For details, please visit the University website www.tripurauniy.ac.in. (NB: Hindi version is available at TU. website)

Sd/-, Registrar

Dated, the, 08.08.2024

NOTICE INVITING RATE QUOTATION

The undersigned is hereby invite sealed quotation of rate from the resourceful supplier/ Vendors/firms/for supply of school uniforms for class IX,Xt & XII boys & girls of Tripura Sports School, Badharghat for the academic year 2023-24, quotation sending date will remaine open up to 11.00 noon of 14.08.2024 on all working days (except Govt.holiday) and sealed quotation will be opened on 16.08.2024 at 11.00 am, if posisible.

Format for submisision of quotation :

SL NO.	Name of the items	Brand	Unit	Rate per unit	Quoted rate (including GST & Carrying cost)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

List of the required goods

Sl No	Class	Uniform items	Quantity	Total
1	V Boys	Full pant, Half Shirt with Logo, Neck Tie, Shoes, Socks & Belt	06 Sets	44 sets
2	VI- VIII Boys	Full pant, Half Shirt with Logo, Neck Tie, Shoes, Socks & Belt	30 Sets	
3	IX Boys	Full pant, Half Shirt with Logo, Neck Tie, Shoes, Socks & Belt	08 Sets	
4	IV & V Girls	Tunic with logo , Half Shirt with Logo, Neck Tie, Shoes, Socks & Belt	13Sets	56 sets
5	VI- VIII Girls	Tunic with logo , Half Shirt with Logo, Neck Tie, Shoes, Socks & Belt	34 Sets	
6	IX Girls	Salwar Kameez with logo, Dupatta, Shoes, Socks	09 Sets	
	Total			100 nos.

1. Sealed quotation can be send through registered/speed post or can submit directly to the office of the
undersigned on or before 04:00 pm of 14.08.2024.
2. The selected suplier /vendor/firms will have to supply the goods within 10 days from the date of receiving
the supply order. Otherwise supply order will treated as cancelled and the same supply order will be awarded
to the L-2 or L-3 supllier/vendor/firms.
3. All the goods should be delivered to the O/o the Tripura Sports School, Badharghat, West Tripura. in good condition, any inferior qualityof goods will not be accepted by this office.
4. In no circumstances, hike of rate of any goods will be entertained for the period for which quotation has finalized.
5. The Undersigned reverse the right to cancel the whole quotation process at any stage without assigning any

ICA/C-1092/24

Asstt. Director, HO & DDO
TSS, Badharghat, West Tripura

জাগরণ 9 August 2024, Friday আগরতলা ৯ আগস্ট ২০২৪ ইং, ■ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ডিজি, সতীশ নাম্বুদিরিপাদ।

বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে জয় নিশ্চিত সংবিধান মঞ্চের ঃ হরিবল দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: আগামী ১০ আগস্ট ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধান মঞ্চ প্রতিবারের মতো এবারও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আইনজীবী হরিবল দেবনাথ।

তিনি বলেন, সংবিধান মঞ্চের সভাপতি পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, সম্পাদক পদে প্রার্থী সুব্রত সরকার। এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে প্রবাল ঘোষ, সহ সম্পাদক পদে অশিত নাথ। এই নির্বাচনে ভোটার ২১৭ জন। এবারের এই নির্বাচনে সংবিধান মঞ্চ ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। তাই তাদের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন তিনি।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে ৯-১৫ আগস্ট রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে

আগরতলা, ৮ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবস উ্যাপন উপলক্ষ্যে এবছরও রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হবে। ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে এবছর রাজ্যে ৯ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা, তিরঙ্গা র‍্যালি, তিরঙ্গা রানস এণ্ড ম্যারাথনস, তিরঙ্গা কনসার্টস, তিরঙ্গা ক্যানভাস, তিরঙ্গা প্লেজ, তিরঙ্গা ট্রিবিউট, তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা সেলফি। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব আরও জানান, স্বাধীনতা দিবস উ্যাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য দেশের জনগণকে উৎসাহিত করতে ২০২২ সাল থেকে দেশব্যাপী হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি শুরু হয়। ২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এবছর তৃতীয়বারের জন্য হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান পালন করা হচ্ছে। আগামী ১৩-১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের নাগরিকদের নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে গত ১ আগস্ট মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এক

প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের সবকটি জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ১২-১৩ আগস্ট যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা র‍্যালি। তাছাড়াও ৯ আগস্ট থেকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে তিরঙ্গা রানস এণ্ড ম্যারাথনসের আয়োজন করা হবে। আগামী ১৫ আগস্ট আগরতলা টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক তিরঙ্গা কনসার্ট / সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব আরও জানান, ৯-১৩ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তিরঙ্গা ক্যানভাস লাগানো হবে। এই ক্যানভাসে জনসাধারণ হর ঘর তিরঙ্গা অথবা জয়হিন্দ কথাটি যেকোন ভারতীয় ভাষায় লিখে তাতে স্বাক্ষর করবেন। এই তিরঙ্গা ক্যানভাসটি হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। সচিব আরও জানান, ৯-১৩ আগস্ট রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচিতে গত বছর যেসব স্থানে শিলাফলকম স্থাপন করা হয়েছে সেখানে তিরঙ্গা শপথ গ্রহণের আয়োজন করা হবে। দেশ রক্ষায় যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৯-১৩ আগস্ট রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তিরঙ্গা ট্রিবিউটের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৯-১৩ আগস্ট তিরঙ্গা মেলার আয়োজন করা হবে। ১৩-১৫ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জনসমাগমস্থানে, অমৃত সরোবর, অমৃত বাটিকা, শিলাফলকম ইত্যাদি স্থানে সেলফি পয়েন্ট স্থাপন করা হবে। এই সেলফি পয়েন্টগুলিতে জাতীয় পতাকা সহ সেলফি তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা হবে। পরে তা হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে (harghartiranga.com) আপলোড করা যাবে। এছাড়াও রাজ্যবাসী নিজেদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেলফি তুলে হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে

পঞ্চায়েত ভোট ঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ মন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট : সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ফলে, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য বিধায়ক এবং বিশিষ্টজনেরা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

আজ দুপুর সোয়া বারোটা নাগাদ কৈলাসহরের বিলাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস পেচারডহর সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি এদিন সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভালো লাগছে। বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই ১১ টি আসনের মধ্যে ১০ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জয়ী হয়েছে। শুধুমাত্র একটি আসনে ভোট হচ্ছে। ওই আসনেও বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যবাসী উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।কৈলাসহরের বিলাশপুর গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এদিকে, সকাল ৮ টায় নুরপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলে ভোট দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা কৈলাসহরের প্রাক্তন বিধায়ক মোবস্বর আলী। এদিন তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস দল পরিচালনা করেছে। কংগ্রেস দলের স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ এবার বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তৎসঙ্গে, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান কৈলাসহরের টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে সকাল নয়টায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান ঊনকোটি জেলা পরিষদের দুই নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী এবং একই সাথে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির তিন নং আসনেও কংগ্রেস প্রার্থী। টিলাবাজার স্কুলে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মো: বদরুজ্জামান সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং ঊনকোটি জেলা পরিষদ আসনে জয় নিশ্চিত এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবার কংগ্রেস দল দখল করবে। এর পাশাপাশি গৌরনগর ব্লকের অধীনে কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস দল দখল করবে বলে দাবি করেন তিনি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তিনি বলেন, ভোটদান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি পবিত্র কাজ, যা গনতান্ত্রিক উৎসব হিসেবেও পরিচিত। আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভোটদান পর্বে নিজেকে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরব বোধ করছি। রাষ্ট্রহিতে ভোটদান করার জন্য সকলের কাছে তিনি আবেদন রেখেছেন।

এদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। এদিন তিনি কৈলাসহরের টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে সকাল নয়টায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান ঊনকোটি জেলা পরিষদের দুই নং আসনের কংগ্রেসের দলের প্রার্থী এবং একই সাথে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির তিন নং আসনের কংগ্রেস দলের প্রার্থী তিনি। টিলাবাজার স্কুলে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মো: বদরুজ্জামান সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে এবং ঊনকোটি জেলা পরিষদের আসনে উনার জয় নিশ্চিত এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবার কংগ্রেস দল দখল করবে। এর পাশাপাশি গৌরনগর ব্লকের অধীনে কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস দল দখল করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

জাতীয় হস্ততাঁত পুরস্কার পেলেন ধলাই জেলার মিস নির্মলা সিনহা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট : ত্রিপুরার ধলাই জেলার হালহুলির বড়সুরমা গ্রামের বাসিন্দা মিস নির্মলা সিনহা ‘জাতীয় হস্ততাঁত পুরস্কার’ পেয়েছেনঊ তিনি ‘দিব্যাঙ্গ তাঁতশিল্পী’ বিভাগের অধীনে ‘এনাফি’ বয়নে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই পুরস্কার পেলেন।

মিস নির্মলা সিনহা ১৯৭২ সালে বড়সুরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেনঊ তিনি তাঁর মা শ্রীমতি জয়ন্তী দেবী সিনহার কাছ থেকে এই ঐতিহ্যবাহী বয়নের দক্ষতা অর্জন করেনঊ গত ৩৭ বছর ধরে তিনি হস্ততাঁতের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পের দক্ষতা ফুটিয়ে তুলছেন।

সৎ বাবার দায়ের আঘাতে আহত মা মেয়ে, পরে আত্মহত্যার চেষ্টা সৎ বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: সৎ বাবার দায়ের আঘাতে আহত মা মেয়ে। পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বাবার। ঘটনা চড়িলাম আড়ালিয়া রাজিব কলোনি এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চড়িলাম আড়ালিয়া রাজিব কলোনি এলাকায় পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে সৎ বাবার হাতে দায়ের আঘাতে আক্রান্ত মা ও মেয়ে। মা ও মেয়েকে আক্রমণ করার পর দা দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলার চেষ্টা করে সৎ বাবা। আহত তিনজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা।ঘটনা বিবরণে জানা যায়, সজল নমঃ প্রতিনিয়ত নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাড়িতে তার স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালায়। প্রত্যেক দিনের মতো বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ সজল নমঃ তার দ্বিতীয় স্ত্রী রাধারানী সরকারের উপর দা দিয়ে আক্রমণ করে। মাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয় মেয়ে সুস্মিতা সরকার। পরবর্তী সময়ে সজল নমঃ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নিজের গলা দা দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করে। মেয়ে সুস্মিতা সরকারের চিৎকার শুনে এলাকাবাসীর দ্রুত ছুটে আসে এবং খবর দেয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় কুমার হাসপাতালে। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন তারা।

জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ

নয়াদিল্লিক, ৮ আগস্ট : ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রকল্প “জনজাতি গবেষণা তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং ঘটনা”র অধীনে “জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিকন্ডাক্টর ফেব্রিকেশন ও ক্যারেক্টারাইজেশন প্রশিক্ষণ” প্রকল্পটিকে ব্যাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর “সেন্টার ফর ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং”-এর কাছে অর্পণ করেছেঊ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল তিন বছর ধরে সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে জনজাতি শিক্ষার্থীদের “২১০০-এনএসকিউএফপ্রত্যায়িত” স্তরের ৬.০ এবং ৬.৫ প্রশিক্ষণ দেওয়া।ব্যাঙ্গালুরুর ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স’র সহযোগিতায় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি নিয়ে আগামী ৩ বছর ধরে জনজাতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৫০০ জনকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং ৬০০ জনকে উন্নত প্রশিক্ষণ দেবেঊ যে সমস্ত জনজাতি ছাত্রছাত্রীর যেকোন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি আছে, তারা এই প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করার যোগ্য।ব্যাঙ্গালুরুর ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স’র দেওয়া তথ্য অনুসারে, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৬ টি বড় ন্যানো কেন্দ্র(ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স সহ)তৈরি করেছে। সংরক্ষণ নীতি অনুসারে, এই ন্যানো কেন্দ্রগুলির ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলিতে জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ডিগ্রি প্রোগ্রাম ছাড়াও, ন্যানো সেন্টারগুলি আইএনইউপি কর্মসূচি https-inupéŸé(2)innup_wrapper.home.phpé-এর অধীনে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণও চালায়। তবে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের এই কর্মসূচিটি বিশেষভাবে জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোয়াইট হাউসকে আর্জি

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোয়াইট হাউসকে অনুরোধ করেছে গ্লোবাল হিন্দু হেরিটেজ ফাউন্ডেশন। জরুরী আবেদন জানিয়ে সংগঠনের তরফে অনলাইন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছে। আবেদনপত্র দেওয়া হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন, ইওরোপীয় পরিষদের মন্ত্রীমণ্ডলি, মার্কিন সেনেট, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভকে।

‘দ্য হিন্দু অ্যাকশন’ নামে এক সংগঠনের তরফে এই আবেদনপত্রে লেখা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগে বাংলাদেশে যে হিংসাত্মক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এসেছে দেশের দেড় কোটি হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর। আমাদের দল নানা তথ্য সংকলিত করেছে। অনেক হিন্দুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মন্দির এবং উপাসনালয়গুলি পরিকল্পিত আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে।”

‘দ্য হিন্দু অ্যাকশন’-এর নির্বাহী পরিচালক উৎসব চক্রবর্তীর কথায়, ’আমরা ৫০ লক্ষ শক্তিশালী আমেরিকান হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন। আমরা বাংলাদেশি প্রবাসী সদস্যদের সাথে কাজ করছি যাতে বাংলাদেশে হিংসাত্মক ঘটনাবলী প্রকাশের সাথে সাথে তা প্রকাশ্যে আসে। বাংলাদেশের বিপদাপন্নদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টায় আমরা হোয়াইট হাউসে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে প্রাথমিক ‘কোটা-বিরোধী বিক্ষোভ’ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী হিংসায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তন ও পরিস্থিতির অস্থিরতায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।”

উৎসববাবু জানিয়েছেন, ’আমরা বাইডেন প্রশাসনকে বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জামায়াত-ই-ইসলামী প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

১৯৭৫ সালে, সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ভাইবোনদের সেনাবাহিনী হত্যা করে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের গণহত্যার জন্ম দেয়। ২০০১ সালেখালেদা জিয়ার ক্ষমতায় উত্থানের পর একই ধরনের হিংসার প্রাদুর্ভাব ঘটে। হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। শত শত হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। জিয়ার সমর্থকরা ও তাদের জামায়াত-ই-ইসলামী পরামর্শদাতারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নৃশংস কর্মকাণ্ড চালায়।

ইতিমধ্যে ‘হিন্দু অ্যাকশন’ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখতে আমেরিকান হিন্দু এবং বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকে বসে। পরিষ্কার ঐকমত্যে আসে নৃশংসতা প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

মাদ্রাসার উগ্র ইসলামপন্থী ছাত্ররা এবং জামায়াত-ই-ইসলামির মতো সংগঠনগুলি বর্তমান বিশৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গণহত্যা ঘটাতে না পারে, মার্কিন প্রশাসন তা নিশ্চিত করুন। ‘হিন্দু অ্যাকশন’ বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অশান্তির এই সময়ে এই দুর্বল জনসংখ্যাকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

হিংসা ও অরাজকতায় জর্জরিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলি আধিপত্য বিস্তার করে আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করে দিয়েছে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের চরমপন্থী জিহাদিরা হিন্দু সমাজের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সভাপতি শান্তনু নায়েক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলো বলেন।শান্তনু নায়েক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এ ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় সংগঠিত হচ্ছে। এমন-কি মৌলবাদীদের হাতে শ্মশান পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মঠমন্দিরগুলোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোনও জেলা নেই, যেখানে তাদের হিংসা ও সন্ত্রাসের লক্ষ্যে পরিণত হয়নি। সব কয়টি জেলাতেই আতংকের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ত্রাস ও হিংসা ছড়িয়েছে তারা।

সময় সময় এ ধরনের জঙ্গিপনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে হিন্দুরা, যারা দেশভাগের সময় ৩২ শতাংশ ছিল, তারা আজ ৮ শতাংশেরও নীচে চলে এসেছেন ক্রমাগত জিহাদি নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তাঁরা।বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক আরও বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, অফিস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা, শিশু, এমন-কি তাঁদের আরাধনাস্থল মন্দির, গুরুদ্বার এবং অন্যান্য আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি নিরাপদ নয়। বলা যায় সেখানে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।শান্তনু নায়েক বলেন, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। তিনি বলেন, ভারত অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত সমাজকে সাহায্য করেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযানের দাওয়াই তথাগতের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশেসংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার জন্য কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযান করার দাবি তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, “বাংলাদেশ যদি ইচ্ছে করে নিজেদের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা না দেয়, যদি তাদের পিছনে কাঠমোল্লাদের লেলিয়ে দেয়, এবং এরা যদি তার ফলে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তাহলে লাভ বাংলাদেশের, ক্ষতি ভারতের। ভারত কেন এই ক্ষতি সহ্য করবে?তাই ভারতের উচিত, প্রবল কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, যাতে এই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা নিয়ে সেদেশে বাস করতে পারে। আর যদি কূটনৈতিক চাপে কাজ না হয় তাহলে মিলিটারি অভিযান করা। তুমি আমার পাশে বসে আমার ক্ষতি করবে, আর আমি তোমার প্রেমে মজে সেই ক্ষতি সহ্য করে যাব, এ হয় না।”

টিটিএএডিসি ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে যোগা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: বৃহস্পতিবার টিটিএএডিসি ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জুডো হলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যোগা অনুষ্ঠিত হয়। মাঙ্গলিক প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন তথ্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা।উদ্বোধকের ভাষণে তথ্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা বলেন শারিরিক পরিকাঠামো মজবুত রাখার ক্ষেত্রে যোগার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুমপুই একাডেমীর প্রিন্সিপাল হেবল কলই, সাসা একাডেমীর ন্সিপাল সুকুমার দেববর্মা প্রমুখ।

বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক থেকে অন্তর্বর্তী সরকারে নাহিদ ও আসিফ

মনির হোসেন, ঢাকা, আগষ্ট ০৮।। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম দুই সমন্বয়ক ছিলেন মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠন হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস। অন্য ১৬ জন উপদেষ্টার মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা পেয়েছেন নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টায় বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে ড় মুহাম্মদ ইউনূস ছাড়া অন্য ১৬ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন- ১. ড় সালেহ উদ্দিন আহমেদ, ২. ড় আসিফ নজরুল, ৩. আদিলুর রহমান খান, ৪. হাসান আরিফ, ৫. তৌহিদ হোসেন, ৬. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ৭. শারমিন মুর্শিদ, ৮. ফারুকী আযম, ৯. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, ১০. সুপ্রদীপ চাকমা, ১১. বিধান রঞ্জন, ১২. ড় আ ফ ম খালিদ হোসেন, ১৩. ফরিদা আখতার, ১৪. নুরজাহান বেগম, ১৫. মো. নাহিদ ইসলাম (ছাত্র প্রতিনিধি), ১৬. আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (ছাত্র প্রতিনিধি)।

ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের মধ্যে যে দুজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন, খোঁজ নিয়ে তাদের পরিবার ও শিক্ষা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গিয়েছে। নাহিদ ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী। থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে। সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। বাবার নাম বদরুল ইসলাম জামির। নাহিদ ইসলামের স্থায়ী ঠিকানা ঢাকার বাড্ডা এলাকার বেরাইদ ইউনিয়নে। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে থাকেন রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায়। তিনি একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ছাত্র শক্তির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (আসিফ মাহমুদ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী। ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে। নাখালপাড়া হোসাইন আলী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। বাবার নাম মো. বিল্লাল হোসেন। আসিফ মাহমুদের স্থায়ী ঠিকানা কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায়। তিনি বর্তমানে গণতান্ত্রিক ছাত্র শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।